পাক্ষিক প্রকাশনার ২২ বছর

অর্থজগত

A Financial Magazine Fortnightly Arthojagat

www.arthojagat.com

বর্ষ ২২ ● সংখ্যা ১৬ ● ১ নভেম্বর ২০২৬



সম্পাদক ও প্রকাশক
আমির হোসেন পাটওয়ারী
Editor & Publisher
Amir Hossain Patwary

সহযোগী সম্পাদক
নাসির চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
এম. এ. খালেক

সহকারী সম্পাদক
শামসুল করীম খোকন

সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার
হামীম তাফহীম হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার
জান্নাত আক্তার উনমনা

ম্যানেজার
এম মাহফুজুল হক স্বপন

কমার্শিয়াল
মোঃ আবুল হোসেন

লিড ডিজাইনার
সৈয়দ ইকবাল হোসেন

সম্পাদকীয় কার্যালয়
জামান টাওয়ার, ৭০৮/বি (৭ম তলা)
৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা - ১০০০

ফোন (পিএবিএক্স) : ৯৫১৫৬৫১
২২৩৩৮৯৯৮০
টেলিফ্যাক্স: ২২২৩৩৮৩২২৯

Email:
amirpatwary@yahoo.com

মূল্য : ৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৬৩৫ কোটি মার্কিন ডলারের জাপানি বেসরকারি বিনিয়োগের উদ্যোগ দেশের অর্থনীতির জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং রফতানি সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে বিনিয়োগের ঘোষণা আর বাস্তবায়ন এক বিষয় নয়। এ সম্ভাবনাকে অর্থনীতির শক্তিতে পরিণত করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জাপান সফরে দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ, জ্বালানি নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা আশাব্যঞ্জক। বিশেষ করে বিগ-বি উদ্যোগের সম্প্রসারণ এবং মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে শিল্প ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা বাংলাদেশের বাণিজ্য ও রফতানি সম্প্রসারণে সহায়ক হতে পারে। একই সঙ্গে জাপানি প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ কাজে লাগিয়ে ওষুধ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইলেকট্রনিকস এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নতুন সুযোগ তৈরি সম্ভব।

তবে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশের বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করা জরুরি। জমি প্রাপ্তির জটিলতা, জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তা, দীর্ঘ অনুমোদনপ্রক্রিয়া এবং নীতির অস্থিতিশীলতা বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে। এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর সংস্কার ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

পাশাপাশি বিনিয়োগের অর্থায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দেশীয় শিল্পের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো গেলে বিনিয়োগের সুফল আরও বিস্তৃত হবে।

জাপানি বিনিয়োগের সাফল্য শুধু অর্থের পরিমাণে নয়, বরং উৎপাদন বৃদ্ধি, টেকসই কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা তৈরির মধ্য দিয়েই মূল্যায়ন করতে হবে। ●

সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ২০/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর
জাপানি বিনিয়োগে অর্থনীতির নতুন সম্ভাবনা

হামীম তাফহীম হোসেন ❍
বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৬৩৫ কোটি মার্কিন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। জাপানের এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, জ্বালানি নিরাপত্তা ও রফতানি সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হতে পারে। একই সঙ্গে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নয়ন সহযোগিতার গণ্ডি পেরিয়ে শিল্প উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের নতুন পর্যায়ে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

চার দিনের সরকারি সফরে টোকিও গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ, বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্প ও জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে এক ট্রিলিয়ন জাপানি ইয়েন বা প্রায় ৬৩৫ কোটি মার্কিন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এ উদ্যোগের তাৎপর্য কেবল বিদেশি পুঁজি আসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিনিয়োগের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হলে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, বিদ্যমান কারখানার সক্ষমতা বাড়বে এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি জাপানি প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে দেশীয় শিল্পের সংযোগ স্থাপিত হলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের

পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও বাড়তে পারে।

দুই দেশের সহযোগিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে 'বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট' বা বিগ-বি উদ্যোগ। এ উদ্যোগকে 'বিগ-বি ফর শেয়ার্ড প্রসপারিটি' কাঠামোয় এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা বাংলাদেশের শিল্পায়ন, যোগাযোগব্যবস্থা, জ্বালানি ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। এর আওতায় মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও সংলগ্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শিল্প, জ্বালানি এবং লজিস্টিকস অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলাদেশের রফতানিমুখী শিল্পের জন্য পরিবহন ব্যয় ও পণ্য সরবরাহে দীর্ঘসূত্রতা বড় চ্যালেঞ্জ। গভীর সমুদ্রবন্দর, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা এবং সমন্বিত শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে আমদানি করা কাঁচামাল দ্রুত কারখানায় পৌঁছানো এবং উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানো সহজ হবে। এতে তৈরি পোশাক, ওষুধ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাত উপকৃত হতে পারে। একই সঙ্গে বন্দরকেন্দ্রিক শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ বাড়বে।

প্রস্তাবিত বিনিয়োগ উদ্যোগের সঙ্গে প্রায় দুই লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। শিল্প উৎপাদন, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং ওষুধশিল্পে দুই দেশের সক্ষমতা কাজে লাগানো গেলে এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। তবে কর্মসংস্থানের প্রকৃত পরিমাণ নির্ভর করবে বিনিয়োগের ধরন, প্রকল্পের সংখ্যা, বাস্তবায়নের গতি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতার ওপর।

বাংলাদেশের শিল্পায়নের অন্যতম বড় বাধা নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতি, জ্বালানির উচ্চ ব্যয় এবং সরবরাহের অনিশ্চয়তা উৎপাদন খরচ বাড়ায়। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফা কমে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে জাপানের সঙ্গে জ্বালানি অবকাঠামো, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্যোগ অর্থনীতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে 'পার্টনারশিপ ফর পাওয়ার এশিয়া' উদ্যোগের আওতায় ৫০ বিলিয়ন জাপানি ইয়েনের জরুরি সহায়তা ঋণের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে।

জ্বালানি খাতে নতুন বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হলে শিল্পকারখানার উৎপাদন ধারাবাহিক রাখা, উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিবেশ উন্নত হতে পারে। তবে জ্বালানি প্রকল্পের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা, অর্থায়নের শর্ত, সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো গেলে আমদানিনির্ভর জ্বালানির ওপর চাপ কমানোর সুযোগ তৈরি হবে।

প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশও বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিকস ও ইলেকট্রনিকস উৎপাদনের মতো খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন মূল্য সংযোজন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি পার্ক প্রতিষ্ঠা, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, গবেষণা ও উদ্ভাবনে যৌথ উদ্যোগ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। জাপানি কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ও তরুণ পেশাজীবীদের কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা গেলে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি রফতানির ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হতে পারে।

তবে বিনিয়োগের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রাখা জরুরি। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য জমি প্রাপ্তি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, কর ও শুল্কসংক্রান্ত নীতির স্থিতিশীলতা, ব্যবসায়িক অনুমোদন এবং মুনাফা প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি চুক্তি বাস্তবায়ন, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ ছাড়া ঘোষিত বিনিয়োগের কতটা বাস্তবে আসবে, কোন খাতে কত অর্থ বিনিয়োগ হবে এবং প্রকল্পগুলো কখন উৎপাদনে যাবে–এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। বিনিয়োগের সুফল যাতে শুধু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সে জন্য স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ, দেশীয় সরবরাহকারীদের সঙ্গে সংযোগ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পও বড় বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশের জন্য জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রফতানি বহুমুখীকরণ। তৈরি পোশাকের বাইরে ওষুধ, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল, ইলেকট্রনিকস এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা খাতে উৎপাদন বাড়ানো গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হতে পারে। জাপানি বিনিয়োগের সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তি, মান নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগ যুক্ত হলে দেশীয় শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে।

সব মিলিয়ে, জাপানের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ উদ্যোগ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। তবে বিনিয়োগের ঘোষণা আর বাস্তব বিনিয়োগ এক বিষয় নয়। এ উদ্যোগের প্রকৃত সুফল নির্ভর করবে অর্থায়ন নিশ্চিত করা, প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং দেশীয় শিল্পকে বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ওপর। পরিকল্পিতভাবে এগোতে পারলে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা বাংলাদেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও রফতানি সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখতে পারে। ■



আস্থা ফেরানোর চ্যালেঞ্জে পুঁজিবাজার

> আইপিও প্রক্রিয়া সহজ করা, বড় কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা, বন্ড বাজার সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা জোরদারে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার ও বিএসইসি। তবে দীর্ঘমেয়াদি আস্থা ফেরাতে প্রয়োজন স্বচ্ছতা, সুশাসন, কারসাজি দমন এবং সংস্কারের কার্যকর বাস্তবায়ন।

সৈয়দ ইকবাল হোসেন ❍

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বাড়লেও সেই অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম মাধ্যম পুঁজিবাজার এখনো প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণে শেয়ার ও বন্ড বাজারের যে ভূমিকা থাকার কথা, বাস্তবে তা সীমিত। মানসম্মত কোম্পানির তালিকাভুক্তির ঘাটতি, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ, আর্থিক প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ, বাজার কারসাজি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকট দীর্ঘদিন ধরে এ খাতের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকার ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) নতুন করে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিও অনুমোদনপ্রক্রিয়া সহজ করা, বড় ও সম্ভাবনাময় কোম্পানিকে বাজারে আনা, বন্ড বাজার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা জোরদার, লেনদেন ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর এবং পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে বাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো উন্নত করার বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে পুঁজিবাজারের দীর্ঘদিনের সংকট কেবল কয়েকটি বিধিমালা সংশোধন করে দূর করা সম্ভব নয়। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ব্যাংকনির্ভর অর্থায়নব্যবস্থা, সঞ্চয়পত্রের সঙ্গে বিনিয়োগের প্রতিযোগিতা, তালিকাভুক্ত কোম্পানির সুশাসন, করনীতির প্রভাব, আর্থিক খাতের দুর্বলতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের প্রশ্ন। ফলে বাজারের সংস্কারকে শুধু শেয়ারদর বা লেনদেন বাড়ানোর কর্মসূচি হিসেবে না দেখে দেশের সামগ্রিক অর্থায়নব্যবস্থা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাংকের অক্টোবর ২০২৬-এর বাংলাদেশ উন্নয়ন পর্যালোচনাতেও আর্থিক খাতের দুর্বলতা, বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপর কাঠামোগত বাধার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। সংস্থাটির বিশ্লেষণে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের একটি সীমিত উৎস

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ পুঁজিবাজারের সংস্কার শুধু বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয় নয়; অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর সঙ্গেও এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

ব্যাংকঋণনির্ভর অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার কেন জরুরি

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকঋণই অর্থায়নের প্রধান উৎস। ব্যবসা সম্প্রসারণ, যন্ত্রপাতি আমদানি, কারখানা স্থাপন কিংবা কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ব্যাংকের আমানত মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের দায়; সেই অর্থ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়াদগত অসামঞ্জস্যের ঝুঁকি থাকে। পাশাপাশি ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ, মূলধনসংকট ও সুশাসনের দুর্বলতা থাকলে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

এখানেই পুঁজিবাজারের গুরুত্ব। একটি কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে মালিকানাভিত্তিক মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থ ফেরত দেওয়ার শর্তে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। এতে কোম্পানির অর্থায়নের উৎস বৈচিত্র্যময় হয় এবং ব্যাংকঋণের ওপর একক নির্ভরতা কমে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের আকার অর্থনীতির তুলনায় ছোট থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে এসেছে। সংস্থাটির মতে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য ইকুইটি ও ঋণপত্রের বাজার সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ানো এবং সঞ্চয়পত্রের কারণে সৃষ্ট বাজারগত বিকৃতি কমানোর বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

এ বাস্তবতায় পুঁজি বাজার শক্তিশালী করা গেলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো শুধু ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। বড় অবকাঠামো প্রকল্প, আবাসন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ এবং রফতানিমুখী শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের নতুন পথ তৈরি হতে পারে। তবে এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে বিনিয়োগকারীদের কাছে বাজারকে বিশ্বাসযোগ্য ও নিরাপদ করে তোলাই হবে প্রথম শর্ত।

আইপিও সংস্কার: দ্রুত অনুমোদনের পাশাপাশি মান যাচাইয়ের প্রশ্ন

বাজারে নতুন কোম্পানি আনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে আইপিও অনুমোদনপ্রক্রিয়ার জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, মূল্য নির্ধারণ এবং আর্থিক প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিএসইসির বর্তমান নেতৃত্ব জানিয়েছে, আগের ব্যবস্থায় কোনো কোনো আইপিও অনুমোদনে দেড় থেকে দুই বছর পর্যন্ত সময় লাগত। এ প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য নতুন পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ এবং মূল্য আবিষ্কারের প্রক্রিয়া সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গত ৪ অক্টোবর বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএসইসি চেয়ারম্যান মাসুদ খান জানান, আইপিওর দীর্ঘসূত্রতা কমানো, সরাসরি তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা উন্নত করা এবং হাইব্রিড আইপিও পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের সুযোগ বাড়ানোর কাজ চলছে। বড় দেশীয় কোম্পানি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে বাজারে আনতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ডিএসইকে তালিকাভুক্তির বিধিমালার আওতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

১২ অক্টোবর বিএসইসি জানায়, সংশোধিত আইপিও নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং জনমত নেওয়ার জন্য তা প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত সংস্কারে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষা নথি যাচাই জোরদার, সরাসরি তালিকাভুক্তির নিয়ম সংশোধন, ডেরিভেটিভস বাজার চালু এবং ওপেন-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের পরিসর বাড়ানোর বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ উদ্যোগের মূল চ্যালেঞ্জ হলো–অনুমোদন দ্রুত করতে গিয়ে কোম্পানির মান যাচাই যেন দুর্বল না হয়। অতীতে দুর্বল আর্থিক ভিত্তি, অতিমূল্যায়িত শেয়ার, অনিয়মিত তথ্য প্রকাশ কিংবা সুশাসনের ঘাটতি থাকা কোম্পানি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাই আইপিও অনুমোদনের আগে কোম্পানির প্রকৃত সম্পদ, নগদ প্রবাহ, ঋণের দায়, কর পরিশোধ, সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন এবং ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা যাচাইয়ের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ইস্যু ম্যানেজার, নিরীক্ষক, মূল্য নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানির পরিচালকদের দায়বদ্ধতা নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনো কোম্পানির প্রসপেক্টাসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা হলে কিংবা আর্থিক বিবরণীতে ইচ্ছাকৃত ভুল পাওয়া গেলে শুধু জরিমানা নয়, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের লাইসেন্স ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের ওপরও বিধিসম্মত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকা দরকার।

আইপিও অনুমোদনের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে কোম্পানি প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দেওয়ার পর থেকেই সেই সময় গণনা শুরু হওয়া উচিত। অসম্পূর্ণ আবেদন বা অসংগত নথির কারণে যে বিলম্ব ঘটে, তা আলাদা করে শনাক্ত করতে হবে। এতে ভালো কোম্পানি দ্রুত বাজারে আসবে, আবার বিনিয়োগকারীর সুরক্ষাও বজায় থাকবে।

বড় কোম্পানিকে বাজারে আনার উদ্যোগ

বাংলাদেশে অনেক বড় কোম্পানি, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আকার উল্লেখযোগ্য হলেও তাদের একটি বড় অংশের শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে উন্মুক্ত নয়। এসব প্রতিষ্ঠানকে পুঁজি বাজারে আনতে পারলে বিনিয়োগের জন্য মানসম্মত শেয়ারের সরবরাহ বাড়তে পারে। বাজারের গভীরতা বৃদ্ধি পাবে, একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহের নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

১০ অক্টোবর আইডিএলসি ক্যাপিটাল মার্কেটস কনক্লেভে বিএসইসি চেয়ারম্যান জানান, সরকার অনুমোদিত ক্ষমতার আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি এবং বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে কঠোর প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। এর লক্ষ্য ব্যাংকনির্ভর অর্থায়ন কমিয়ে পুঁজি বাজারকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা।

তবে বড় কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করার অর্থ কেবল তাদের শেয়ার বাজারে ছেড়ে দেওয়া নয়। তালিকাভুক্তির আগে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা, সম্পদের মূল্যায়ন, মালিকানা কাঠামো, কর ও ঋণের দায় এবং করপোরেট সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রির

মাধ্যমে পাওয়া অর্থ কোথায় ব্যবহার হবে, কীভাবে সরকারের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা বজায় থাকবে এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীর স্বার্থ কীভাবে রক্ষা করা হবে, তা স্পষ্ট করতে হবে।

বহুজাতিক কোম্পানির ক্ষেত্রে বিদেশি মূলধন প্রত্যাবাসন, করব্যবস্থা, মুদ্রা বিনিময়, মুনাফা বণ্টন ও নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে নীতির ধারাবাহিকতা ও পূর্বানুমানযোগ্যতা নিশ্চিত করা না গেলে শুধু তালিকাভুক্তির আহ্বান দিয়ে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া কঠিন।

সরকারের উচিত রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে শক্তিশালী, সুশাসিত এবং বাজারে তালিকাভুক্তির উপযোগী, তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা তৈরি করা। এরপর নিরীক্ষা, সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন, পরিচালনা পর্ষদের জবাবদিহি এবং তালিকাভুক্তির সময়সূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ রাজনৈতিক ঘোষণা বা বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং পরিমাপযোগ্য কর্মসূচিতে রূপ নেবে।

বন্ড বাজার: দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের বড় সম্ভাবনা

শেয়ারবাজারের পাশাপাশি করপোরেট বন্ড বাজার শক্তিশালী করা বাংলাদেশের অর্থায়নব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। শেয়ার ইস্যুতে কোম্পানির মালিকানার অংশ বিনিয়োগকারীদের কাছে যায়; কিন্তু বন্ডের মাধ্যমে কোম্পানি ঋণ সংগ্রহ করে এবং নির্ধারিত শর্তে সুদ ও মূলধন পরিশোধ করে। ফলে শেয়ার ইস্যু করতে অনিচ্ছুক বা মালিকানা ভাগ করতে আগ্রহী নয়—এমন কোম্পানিও বন্ডের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

বিএসইসি চেয়ারম্যান অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে জানান, বন্ড বাজার সম্প্রসারণে কাজ চলছে এবং অনুমোদিত বন্ডগুলোকে মূল বাজারে লেনদেনের আওতায় আনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে বিনিয়োগকারীদের জন্য তুলনামূলক কার্যকর প্রস্থান-সুযোগ তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি সবুজ বন্ডসহ বিভিন্ন থিমভিত্তিক বন্ড এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরা হয়।

বন্ড বাজারের বড় বাধা হলো স্বচ্ছ মূল্য নির্ধারণ, নির্ভরযোগ্য ক্রেডিট রেটিং, লেনদেনের পর্যাপ্ততা এবং ইস্যুকারীর ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের আস্থা। শুধু বন্ড অনুমোদন করলেই বাজার তৈরি হয় না। ইস্যুকারীর আর্থিক অবস্থা, সুদ পরিশোধের সক্ষমতা, জামানত, ঋণ পরিশোধের অগ্রাধিকার এবং খেলাপি হলে বিনিয়োগকারীরা কী প্রতিকার পাবেন—এসব তথ্য পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে হবে।

সরকারের উচিত করপোরেট বন্ডের জন্য একটি সুসংহত নীতিকাঠামো তৈরি করা। নির্ভরযোগ্য ক্রেডিট রেটিং, নিয়মিত তথ্য প্রকাশ, স্বচ্ছ লেনদেনব্যবস্থা এবং বন্ডধারীদের অধিকার কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি বন্ডের বাজারে সক্রিয় লেনদেন ও ফলনভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ উন্নত হলে করপোরেট বন্ডের মূল্য নির্ধারণেও সহায়ক পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

সবুজ বন্ড, অবকাঠামো বন্ড, পৌরসভাভিত্তিক বন্ড এবং স্থানীয় মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের মতো উপকরণও ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। তবে প্রতিটি উপকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের আয়, অর্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্য, ঝুঁকি ও দায় পরিশোধের উৎস সম্পর্কে নিরীক্ষাযোগ্য তথ্য থাকা জরুরি।

পুঁজিবাজারে ডিজিটাল রূপান্তর ও বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা

বাজারে অনিয়ম প্রতিরোধে শুধু আইন কঠোর করাই যথেষ্ট নয়; লেনদেনের প্রতিটি ধাপে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি এবং যাচাইযোগ্য তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিএসইসি জানিয়েছে, ব্রোকারদের জন্য সমন্বিত ব্যাক-অফিস সফটওয়্যার চালু, গ্রাহকের শেয়ার ও ব্যাংক হিসাবের তথ্যের সঙ্গে তাৎক্ষণিক সংযোগ এবং অর্ডার ব্যবস্থাপনায় স্বয়ংক্রিয় নিশ্চিতকরণব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। কাগজভিত্তিক স্বাক্ষর ও নথির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রতারণার সুযোগ সীমিত করাও এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

এ ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর হলে গ্রাহকের অর্থ ও শেয়ারের অবস্থান যাচাই সহজ হবে। ব্রোকারের নিজস্ব হিসাব এবং গ্রাহকের সম্পদের মধ্যে অননুমোদিত মিশ্রণ, লেনদেনের তথ্য গোপন কিংবা নথি জালিয়াতির ঝুঁকি কমানো সম্ভব হতে পারে। তবে প্রযুক্তি চালু করলেই সব অনিয়ম বন্ধ হয়ে যাবে না। তথ্যের নিরাপত্তা, সাইবার ঝুঁকি, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বিএসইসি বাজার-সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ক্যাপিটাল মার্কেট ট্রাইব্যুনাল শক্তিশালী করার উদ্যোগের কথাও জানিয়েছে। এ-সংক্রান্ত আইন ও অধ্যাদেশের সংশোধনী চূড়ান্ত সরকারি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে কমিশনের চেয়ারম্যান অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে জানান। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো ট্রাইব্যুনালে সরাসরি মামলা দায়েরের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

এ ক্ষেত্রে সরকারের করণীয় হবে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং ট্রাইব্যুনালের বিচারিক সক্ষমতা বাড়ানো। পর্যাপ্ত জনবল, প্রযুক্তিগত সহায়তা, আর্থিক অপরাধ তদন্তে দক্ষতা এবং রায় বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকলে আইন সংশোধনের সুফল সীমিত থেকে যাবে।

বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ বা সহায়তার ব্যবস্থাও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তবে বিনিয়োগ সুরক্ষা তহবিলের অর্থ কী পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হবে, কোন ধরনের ক্ষতি এর আওতায় আসবে, দাবি যাচাইয়ের পদ্ধতি কী হবে এবং তহবিলের অর্থ কোথা থেকে আসবে—এসব বিষয়ে স্পষ্ট নিয়ম থাকতে হবে। বাজারের স্বাভাবিক ঝুঁকিতে হওয়া ক্ষতি এবং প্রতারণা বা মধ্যস্থতাকারীর অনিয়মের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

মিউচুয়াল ফান্ড ও পেশাদার বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বড় একটি অংশ সরাসরি শেয়ার কেনাবেচার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ, কোম্পানির মূল্যায়ন, ঝুঁকি বণ্টন এবং বিনিয়োগের সময় নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সময় সবার থাকে না। এ ক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ড এবং পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

অক্টোবরে বিএসইসি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিট সম্পদমূল্য বা এনএভি বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে। একই মাসে ওপেন-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের পরিসর বাড়ানো

এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে পেশাদার ব্যবস্থাপনার সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়ও আলোচনায় এসেছে।

মিউচুয়াল ফান্ডকে কার্যকর করতে হলে ফান্ড ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা, সম্পদের মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, বিনিয়োগের কৌশল এবং ইউনিটধারীদের কাছে নিয়মিত তথ্য প্রকাশের মান উন্নত করতে হবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের জন্য ফান্ডের ঝুঁকি, সম্ভাব্য রিটার্ন এবং অর্থ উত্তোলনের নিয়ম সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

বিএসইসি চেয়ারম্যান গত অক্টোবরের ১২ তারিখে জানান, মিউচুয়াল ফান্ডে খুচরা বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা সনদপ্রাপ্ত এজেন্ট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এ ধরনের এজেন্ট বিনিয়োগকারীদের কাছে পেশাদার পরামর্শ ও ফান্ড সম্পর্কে তথ্য পৌঁছে দিতে পারেন। তবে তাঁদের কমিশন, স্বার্থের সংঘাত, বিক্রয়পদ্ধতি এবং বিনিয়োগ-পরামর্শের দায়বদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

এ ছাড়া পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড এবং বীমা খাতের দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের একটি অংশ শেয়ার ও করপোরেট বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা আলোচনায় এসেছে। বিএসইসি চেয়ারম্যান এ ধরনের তহবিলের জন্য কাঠামো তৈরির কথা জানিয়েছেন। তবে এসব তহবিলের অর্থ কর্মী বা পলিসিধারীদের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। তাই বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি ঝুঁকি-সীমা, সম্পদ বৈচিত্র্য, স্বাধীন তদারকি এবং স্বচ্ছ মূল্যায়নের নিয়ম নির্ধারণ করতে হবে।

সরকারের উদ্যোগ: নীতি ঘোষণা থেকে বাস্তবায়নের পরীক্ষা

পুঁজিবাজারের সংস্কার শুধু বিএসইসির একক দায়িত্ব নয়। অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং আর্থিক প্রতিবেদন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন।

১ অক্টোবর অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে পুঁজিবাজারকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, সম্পূর্ণ কাগজবিহীন ও প্রযুক্তিনির্ভর করার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি আইসিবিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এ বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন বা সাময়িক সহায়তার ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আইসিবিকে নিজস্ব বিনিয়োগ বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। সরকারি মালিকানার প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বার্থের সংঘাত ও অনিয়ন্ত্রিত ঝুঁকির সুযোগ সীমিত রাখা জরুরি।

৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারবিষয়ক বিশেষ সহকারী তানভীর শাহরিয়ার ঘানী আগামী ১২ মাসে পুঁজিবাজারে বড় ধরনের পরিবর্তনের আশাবাদ প্রকাশ করেন। তিনি আইপিও ও সরাসরি তালিকাভুক্তির নিয়ম সংস্কার, বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিল শক্তিশালী করা, মিউচুয়াল ফান্ডের নিয়ম সহজ করা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দেন।

এখানে সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঘোষিত সংস্কারগুলোর বাস্তবায়নযোগ্য সময়সূচি তৈরি করা। কোন বিধিমালা কখন সংশোধন হবে, কোন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা কবে চালু হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত কোন প্রতিষ্ঠান কখন তালিকাভুক্তির প্রস্তুতি নেবে এবং কোন সূচক দিয়ে সংস্কারের ফল মূল্যায়ন করা হবে–এসব নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

শুধু বৈঠক, ঘোষণা কিংবা খসড়া নীতিমালা দিয়ে বাজারে আস্থা ফিরবে না। বিনিয়োগকারীদের কাছে পরিবর্তনের সুফল দৃশ্যমান হতে হবে। যেমন–তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক তথ্য সহজে পাওয়া, অনিয়মের অভিযোগ দ্রুত তদন্ত, বাজার কারসাজির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, আইপিও অনুমোদনে সময় কমানো এবং বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে অগ্রগতি।

সরকারের উচিত পুঁজি বাজার সংস্কারের জন্য একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা, যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, বাস্তবায়নের সময়সীমা, প্রয়োজনীয় আইনগত পরিবর্তন এবং অগ্রগতি মূল্যায়নের পদ্ধতি থাকবে। এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত জনসমক্ষে প্রকাশ করা গেলে জবাবদিহি বাড়বে এবং বাজারের অংশীজনেরা বুঝতে পারবেন কোন উদ্যোগ বাস্তবে এগোচ্ছে।

ব্যাংকের অর্থ পুঁজিবাজারে আনা: সহায়তা না স্থায়ী সমাধান?

পুঁজি বাজারে তারল্য বাড়ানোর জন্য বিএসইসি বাংলাদেশ ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিশেষ বিনিয়োগ তহবিলের মেয়াদ বাড়ানো এবং প্রতিটি ব্যাংকের বরাদ্দের সীমা ২০০ কোটি টাকা থেকে ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছে। ১২ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ উদ্যোগের কথা উঠে আসে।

বাজারের অস্থিরতা কমাতে স্বল্পমেয়াদে এ ধরনের তহবিল ভূমিকা রাখতে পারে। তবে ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের অর্থ দিয়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন। ব্যাংকের মূল দায়িত্ব আমানতকারীদের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনশীল খাতে ঋণ দেওয়া। শেয়ার বাজারের ঝুঁকি বহন করতে গিয়ে ব্যাংকের মূলধন বা তারল্য দুর্বল হলে তার প্রভাব বৃহত্তর আর্থিক খাতে পড়তে পারে।

তাই বিশেষ বিনিয়োগ তহবিলের মেয়াদ বা আকার বাড়ানোর আগে ঝুঁকির সীমা, বিনিয়োগের মানদণ্ড, অর্থের উৎস, ক্ষতি বহনের সক্ষমতা এবং তহবিলের ব্যবহার নিয়ে স্বচ্ছ নীতি থাকা প্রয়োজন। এ ধরনের সহায়তা বাজারের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করার বিকল্প হতে পারে না।

দীর্ঘমেয়াদে বাজারে অর্থের প্রবাহ বাড়াতে ব্যাংকনির্ভরতা

কমিয়ে পেনশন, বীমা, মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো অধিক টেকসই পথ। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার আগে তাদের নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা, দায় পরিশোধের সময়সূচি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

করনীতি ও সঞ্চয়পত্র - বিনিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ

পুঁজিবাজারের বিকাশে করনীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো

বিনিয়োগ উপকরণে কর-সুবিধা বেশি এবং ঝুঁকি তুলনামূলক কম হলে বিনিয়োগকারীরা স্বাভাবিকভাবেই সেটিকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। অন্যদিকে শেয়ার ও করপোরেট বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে করের অনিশ্চয়তা, লেনদেন ব্যয় বা মুনাফা প্রত্যাবাসনের জটিলতা থাকলে বিনিয়োগের আগ্রহ কমতে পারে।

বাংলাদেশে সঞ্চয়পত্রের মতো সরকারি সঞ্চয় উপকরণ দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এগুলোর সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের ভূমিকা রয়েছে। তবে সঞ্চয়পত্রের সুদহার, বিনিয়োগসীমা এবং কর-সুবিধা এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে সরকারি অর্থায়নের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি বেসরকারি বিনিয়োগও অযথা নিরুৎসাহিত না হয়।

এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে সঞ্চয়পত্র কর্মসূচির কাঠামো পর্যালোচনা এবং বাজারের অর্থায়নব্যবস্থায় এর প্রভাব বিবেচনার সুপারিশ রয়েছে।

সরকারের উচিত শেয়ার, করপোরেট বন্ড, সরকারি বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ও সঞ্চয়পত্রের ওপর করের প্রভাব তুলনামূলকভাবে মূল্যায়ন করা। উদ্দেশ্য হবে কোনো একটি উপকরণকে কৃত্রিমভাবে সুবিধা দেওয়া নয়; বরং ঝুঁকি, মেয়াদ, তারল্য ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পূর্বানুমানযোগ্য করব্যবস্থা গড়ে তোলা।

একই সঙ্গে করনীতির ঘনঘন পরিবর্তন কমানো প্রয়োজন। বিনিয়োগকারী ও কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ভবিষ্যৎ করব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা না পেলে নতুন বিনিয়োগে অনীহা তৈরি হতে পারে। তাই করনীতিতে পরিবর্তন আনার আগে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, প্রভাব মূল্যায়ন এবং যুক্তিসংগত পূর্বঘোষণা থাকা উচিত।

বিদেশি বিনিয়োগ: সুযোগ তৈরির পাশাপাশি আস্থা নিশ্চিত করা

বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কোনো বাজারে প্রবেশের আগে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিরপেক্ষতা, মুদ্রা বিনিময় ও অর্থ প্রত্যাবাসনের নিয়ম, লেনদেনের ব্যয় এবং আইনি সুরক্ষা বিবেচনা করেন। বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে এসব ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক উন্নতি প্রয়োজন।

বিএসইসির অক্টোবরের সংস্কার আলোচনায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার, বাজারের স্বচ্ছতা এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যের বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিবর্তে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফআইসিসিআই) অক্টোবরের বিশ্লেষণেও বাজারের গভীরতা, মানসম্মত সিকিউরিটিজের ঘাটতি, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের দুর্বলতা তুলে ধরা হয়েছে।

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রচারণা বা রোডশো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সেগুলো একা যথেষ্ট নয়। বিনিয়োগকারীরা যে নিয়মে অর্থ বিনিয়োগ করবেন, সেই নিয়মের ধারাবাহিক প্রয়োগ দেখতে চান। কোনো অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত শুরু হলে তার অগ্রগতি, সিদ্ধান্তের যুক্তি এবং আপিলের সুযোগ স্বচ্ছ হতে হবে।

এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন, লভ্যাংশ ও মূলধন প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া সহজবোধ্য করা এবং অনুমোদনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা সুবিধা তৈরির পরিবর্তে দেশি-বিদেশি সব বিনিয়োগকারীর জন্য নির্ভরযোগ্য, ন্যায্য ও পূর্বানুমানযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলাই হবে দীর্ঘমেয়াদি আস্থা তৈরির সবচেয়ে কার্যকর পথ।

বাজার কারসাজি ও গুজব প্রতিরোধে জবাবদিহি

পুঁজিবাজারে আস্থার সংকটের একটি বড় কারণ হলো, কোনো কোনো শেয়ারের অস্বাভাবিক দরবৃদ্ধি বা দরপতনের পেছনে প্রকৃত ব্যবসায়িক তথ্যের পরিবর্তে গুজব, সমন্বিত লেনদেন কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণে বিভ্রান্ত হন এবং ঝুঁকির মাত্রা বুঝতে পারেন না।

এ সমস্যা মোকাবিলায় বিএসইসির বাজার তদারকি ব্যবস্থাকে আরও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে। অস্বাভাবিক দর ও লেনদেন, সংশ্লিষ্ট হিসাবের মধ্যে সমন্বিত লেনদেন, মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের আগের অস্বাভাবিক কার্যক্রম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত বিভ্রান্তিকর তথ্যের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

তবে বাজারে দরবৃদ্ধি বা দরপতন হলেই কারসাজি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যাবে না। তদন্তের ক্ষেত্রে প্রমাণ, লেনদেনের তথ্য, মালিকানা সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য বিবেচনা করতে হবে। একই সঙ্গে নির্দোষ বিনিয়োগকারী বা বৈধ বাজার বিশ্লেষণের ওপর অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। সরকার ও বিএসইসির উচিত তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করা। কোন ধরনের অনিয়ম শনাক্ত হয়েছে, কতটি তদন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে, কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বিনিয়োগকারীরা কীভাবে অভিযোগ করতে পারবেন—এসব তথ্য সহজলভ্য হলে জবাবদিহি বাড়বে।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে সুরক্ষা: শিক্ষা, পরামর্শ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের অনেকেই ঝুঁকি মূল্যায়ন, কোম্পানির আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগ বৈচিত্র্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গুজব, অস্বাভাবিক মুনাফার প্রতিশ্রুতি এবং অননুমোদিত বিনিয়োগ পরামর্শের কারণে তারা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহের আলোচনায় বিএসইসি ও বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা, পেশাদার পরামর্শ এবং প্রতারণা প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কমিশন আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করার উদ্যোগের কথাও জানিয়েছে। এই উদ্যোগকে এক সপ্তাহের প্রচারণায় সীমাবদ্ধ না রেখে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ধারাবাহিক আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচিতে রূপ দিতে হবে।

বিনিয়োগকারীদের বোঝাতে হবে শেয়ার বাজারে মূলধন

হারানোর ঝুঁকি রয়েছে; অতীতের মুনাফা ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা নয়; ধার করা অর্থ দিয়ে বিনিয়োগ ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ায়; আর কোনো শেয়ারের দর কমে গেলেই সেটি সস্তা হয়ে যায় না। অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যেতে পারে, যেখানে বিনিয়োগকারী অভিযোগ জমা দিয়ে তার অগ্রগতি জানতে পারবেন। অভিযোগের ধরন অনুযায়ী বিএসইসি, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্রোকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে তা পাঠানোর ব্যবস্থা থাকতে পারে। প্রতিটি অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা এবং আপিলের পথ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

কী করা যেতে পারে: সংস্কারকে বাস্তব ফলাফলে রূপ দেওয়ার পথ

পুঁজিবাজারের স্থায়ী উন্নয়নের জন্য কয়েকটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, সরকার ও বিএসইসিকে একটি সমন্বিত পুঁজি বাজার সংস্কার রোডম্যাপ প্রকাশ করতে হবে। এতে আইপিও, বন্ড বাজার, ডিজিটাল নজরদারি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ, করনীতি, বিনিয়োগকারী সুরক্ষা এবং বিচারপ্রক্রিয়ার সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা উল্লেখ থাকতে হবে। প্রতি তিন মাসে অগ্রগতি প্রকাশ করলে সংস্কারের বাস্তবায়ন পরিমাপ করা সহজ হবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বড় বেসরকারি কোম্পানির তালিকাভুক্তির জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কোম্পানির আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা, সম্পদ মূল্যায়ন, সুশাসন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশের পরই তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে হবে। এতে বাজারে মানসম্মত শেয়ারের সরবরাহ বাড়বে।

তৃতীয়ত, করপোরেট বন্ড বাজারের জন্য পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ক্রেডিট রেটিংয়ের মান, বন্ডের মূল্য নির্ধারণ, নিয়মিত লেনদেন, বিনিয়োগকারীর অধিকার এবং খেলাপি হলে প্রতিকার—এসব বিষয়ে কার্যকর নিয়ম থাকা প্রয়োজন। সরকারি বন্ডের বাজারকেও আরও স্বচ্ছ ও সক্রিয় করতে হবে, যাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি তৈরি হয়।

চতুর্থত, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড, বীমা ও মিউচুয়াল ফান্ডের মতো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগ কাঠামো তৈরি করতে হবে। তবে তাদের তহবিলের নিরাপত্তা ও দায় পরিশোধের সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখতে বিনিয়োগসীমা, ঝুঁকি বণ্টন এবং স্বাধীন তদারকি নিশ্চিত করা জরুরি।

পঞ্চমত, ব্রোকারেজ ও লেনদেন ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর বাস্তবায়ন করতে হবে। গ্রাহকের অর্থ ও শেয়ারের হিসাবের স্বচ্ছতা, অর্ডার নিশ্চিতকরণ, লেনদেনের নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ড এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়মিত স্বাধীন নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা উচিত।

ষষ্ঠত, বাজার কারসাজি, আর্থিক বিবরণীতে ভুল তথ্য, গোপন তথ্যের অপব্যবহার এবং বিনিয়োগকারীর অর্থ আত্মসাতের বিরুদ্ধে তদন্ত ও শাস্তির কার্যকারিতা বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার স্বাধীনতা, দক্ষ জনবল এবং আইনি ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তমত, করনীতি ও সঞ্চয়পত্রের কাঠামো এমনভাবে পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে সাধারণ সঞ্চয়কারীদের স্বার্থ রক্ষা করে পুঁজি বাজারেও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের আকর্ষণ তৈরি হয়। করের নিয়ম পূর্বানুমানযোগ্য করা এবং ঘনঘন পরিবর্তন এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

অষ্টমত, আইসিবি ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পেশাদার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাজারে তাদের ভূমিকা যেন স্বচ্ছ বিনিয়োগ বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি মূলধন গঠনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। সাময়িকভাবে সূচক ধরে রাখার পরিবর্তে বাজারের গুণগত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

নবমত, পুঁজিবাজারের সাফল্য মূল্যায়নের জন্য শুধু সূচক বা দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ নয়, বরং নতুন মূলধন সংগ্রহ, মানসম্মত তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা, বন্ড বাজারের আকার, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের অংশ, বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মতো সূচক ব্যবহার করা উচিত।

আস্থা ফিরবে বাস্তব সংস্কারে

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সামনে এখন দুটি পথ। একটি হলো স্বল্পমেয়াদি তারল্য সহায়তা, সাময়িক দরবৃদ্ধি কিংবা বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাজারকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা। অন্যটি হলো মানসম্মত কোম্পানি, নির্ভরযোগ্য তথ্য, কার্যকর নজরদারি, শক্তিশালী বিনিয়োগকারী সুরক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ভিত্তিতে বাজারকে পুনর্গঠন করা। দ্বিতীয় পথটি তুলনামূলক কঠিন হলেও অর্থনীতির জন্য অধিক টেকসই।

সরকার ও বিএসইসি যে সংস্কার উদ্যোগের কথা জানিয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে বাজারের কাঠামোগত দুর্বলতা কাটানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে উদ্যোগগুলোর ফল নির্ভর করবে সেগুলো কত দ্রুত, কতটা স্বচ্ছভাবে এবং কতটা ধারাবাহিকতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ওপর। আইন সংশোধন, প্রযুক্তি চালু কিংবা নতুন কোম্পানি তালিকাভুক্তির পাশাপাশি বিনিয়োগকারীরা বাস্তবে কতটা ন্যায্য আচরণ পাচ্ছেন, সেটিই হবে সংস্কারের প্রকৃত পরীক্ষা।

পুঁজিবাজারকে শুধু শেয়ার কেনাবেচার স্থান হিসেবে দেখলে এর সম্ভাবনার বড় অংশ অপ্রকাশিত থেকে যাবে। এটি হতে পারে দেশের সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তরের মাধ্যম, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সহায়ক শক্তি। সেই লক্ষ্য অর্জনে সরকারের প্রয়োজন সমন্বিত নীতি, নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজন স্বাধীন ও কার্যকর প্রয়োগক্ষমতা, আর বাজারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন জবাবদিহিমূলক আচরণ।

সবশেষে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা কোনো ঘোষণা দিয়ে ফিরিয়ে আনা যায় না। আস্থা তৈরি হয় নিয়মের ধারাবাহিক প্রয়োগ, স্বচ্ছ তথ্য, ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা থেকে। পুঁজিবাজারের সংস্কার তাই কেবল আর্থিক খাতের একটি কর্মসূচি নয়; এটি বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সক্ষমতা বাড়ানোরও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ■



আইপিও সংস্কারের সুফল নির্ভর করবে সুশাসনে

> মানসম্মত কোম্পানির তালিকাভুক্তি, আইপিওর অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, বাজার কারসাজি রোধে কঠোর নজরদারি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি–এই পাঁচ উদ্যোগের কার্যকর বাস্তবায়নই পারে শেয়ার বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনতে।

জান্নাত আক্তার উনমনা ❍

দেশের শেয়ার বাজারে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা, লেনদেনের খরা, মানসম্মত কোম্পানির সংকট এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থাহীনতা পুঁজি বাজারের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। নতুন কোম্পানির প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিওর অভাবকে বাজারের সংকটের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, এর পেছনে রয়েছে আরও গভীর সমস্যা। দুর্বল নজরদারি, বাজার কারসাজির অভিযোগ, কোম্পানির আর্থিক তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সীমাবদ্ধতা বিনিয়োগকারীদের আস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে শুধু নতুন কোম্পানি তালিকাভুক্ত করেই বাজারে স্থায়ী গতি ফেরানো সম্ভব নয়; একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রক কাঠামোর কার্যকারিতা বাড়ানো এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, দেশের শেয়ার বাজার এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একদিকে নতুন আইপিও আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে দুর্বল নজরদারি ও আস্থার সংকট কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন কোম্পানি তালিকাভুক্তির পাশাপাশি বাজার পরিচালনা, তদারকি ও জবাবদিহির ব্যবস্থায় দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে হবে। অন্যথায় নতুন আইপিও বাজারে সাময়িক লেনদেন বাড়ালেও তা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) এক সদস্যের মতে, মানসম্মত কোম্পানির অভাবের পাশাপাশি দুর্বল নজরদারি ব্যবস্থাও বিনিয়োগকারীদের অনাস্থা বাড়িয়েছে। বাজারের নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজি বাজার সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে বাজারে অনিয়মের ঝুঁকি বাড়ে এবং বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আগ্রহ হারান।

বাজারে আস্থা ফেরানোর জন্য প্রথমেই মানহীন কোম্পানির তালিকাভুক্তি বন্ধ করতে হবে। আইপিওর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে আগ্রহী কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা, ব্যবসার স্থায়িত্ব, আয়-ব্যয়ের হিসাব, ঋণের পরিমাণ, ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং করপোরেট সুশাসন যথাযথভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। শুধু তালিকাভুক্তির সংখ্যা বাড়ানো কিংবা বাজারে সাময়িক তারল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুর্বল কোম্পানিকে সুযোগ দেওয়া হলে তার নেতিবাচক প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ওপরই পড়বে।

একই সঙ্গে আইপিওর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ নির্ধারিত খাতে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন কিংবা উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীরা শেয়ার কিনে থাকেন। কিন্তু সংগৃহীত অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ তথ্য না পেলে বা ঘোষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হলে কোম্পানির প্রতি আস্থা কমে যায়। তাই অর্থ ব্যবহারের অগ্রগতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা এবং আর্থিক ফলাফল সম্পর্কে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করা জরুরি।

বাজারে অনিয়ম প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও নজরদারি জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে। সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত হওয়ার পর দ্রুত তদন্ত, শেয়ারদর প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত কারসাজির অভিযোগ যাচাই এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে কার্যকর শাস্তি

নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি মূল্যসংবেদনশীল তথ্য প্রকাশে বিলম্ব, অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া কিংবা কোনো গোষ্ঠীকে আগাম তথ্য সরবরাহের মতো অনিয়ম প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু বিধিবিধান প্রণয়ন নয়, সেগুলোর ধারাবাহিক ও নিরপেক্ষ প্রয়োগই বিনিয়োগকারীদের কাছে নিয়ন্ত্রক সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারে।

বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও সহজ ও দ্রুত করা প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ জানানোর পর দীর্ঘদিন প্রতিকার না পেলে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ওপর তাঁদের আস্থা কমে যায়। অভিযোগ গ্রহণ, তদন্তের অগ্রগতি জানানো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকার দেওয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকা দরকার। অনিয়মের শিকার বিনিয়োগকারীরা ন্যায়বিচার পাবেন–এমন বিশ্বাস তৈরি করা গেলে বাজারে তাঁদের অংশগ্রহণ ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের আগ্রহ বাড়তে পারে।

দেশের শেয়ার বাজারের আরেকটি বড় দুর্বলতা হলো খুচরা বিনিয়োগকারীদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। ব্যক্তিশ্রেণির বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাঁদের বড় অংশ স্বল্পমেয়াদি দর ওঠানামার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে বাজারে অস্থিরতা বাড়তে পারে। বিপরীতে ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাজারে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ও বিনিয়োগের ভিত্তি শক্তিশালী করতে পারে।

ডিএসইর সাবেক পরিচালক মো. শাকিল রিজভীর মতে, নতুন আইপিও বাজারে এলে নতুন বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়, লেনদেন বাড়ে এবং বিনিয়োগের বিকল্প সম্প্রসারিত হয়। এ কারণে দ্রুত কিছু ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ প্রয়োজন। তবে বাজারের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে নতুন আইপিওর পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে শুধু বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়; বিনিয়োগের মান ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যথাযথ মূল্যায়ন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়াতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অর্থ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে, তাদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, সম্পদের মূল্যায়ন, ব্যয় এবং আর্থিক ফলাফল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন। পেশাদার ব্যবস্থাপনার ওপর আস্থা তৈরি না হলে মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পরিসর বাড়ানো কঠিন হবে।

পাশাপাশি বন্ড ও অন্যান্য ঋণপণ্যের কার্যকর বাজার গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরতা বেশি। পুঁজিবাজারে বিকল্প অর্থায়নব্যবস্থা শক্তিশালী হলে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন ও সক্ষমতা অনুযায়ী শেয়ার বা ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। এতে ব্যাংকিং খাতের ওপর চাপ কমানোর পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্যও নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে এসব পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে নির্ভরযোগ্য ঋণমান মূল্যায়ন, যথাযথ তথ্য প্রকাশ এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আইপিও নীতিমালা সংশোধন এবং সরাসরি তালিকাভুক্তির নতুন বিধিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে শেয়ার বাজারে নতুন কোম্পানি আসার সুযোগ বাড়তে পারে। প্রচলিত আইপিও প্রক্রিয়ার বাইরে নির্দিষ্ট শর্তে সরাসরি তালিকাভুক্তির সুযোগ তৈরি হওয়ায় যোগ্য কোম্পানির জন্য বাজারে প্রবেশের বিকল্প পথও উন্মুক্ত হতে পারে। এতে কোম্পানিগুলোর দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে এসব উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করবে বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা, কোম্পানির মান যাচাই এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার ওপর। তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া সহজ করতে গিয়ে যাচাই-বাছাই দুর্বল করা হলে অতীতের সমস্যাগুলো আবারও ফিরে আসতে পারে। সরাসরি তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রেও কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা, শেয়ারের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ, তথ্য প্রকাশ এবং সুশাসনের মানদণ্ড কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

বাজারসংশ্লিষ্টদের মতে, নতুন কোম্পানি তালিকাভুক্তির সময় শেয়ারের মূল্য নির্ধারণে বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানির প্রকৃত আর্থিক অবস্থার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করা হলে তালিকাভুক্তির পর শেয়ারদর কমে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তাই তালিকাভুক্তির আগে স্বাধীন মূল্যায়ন, নির্ভরযোগ্য আর্থিক নিরীক্ষা এবং ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্ভাবনার বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও স্টক এক্সচেঞ্জের সক্ষমতা বাড়ানোও জরুরি। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে অস্বাভাবিক লেনদেন দ্রুত শনাক্ত করা, তালিকাভুক্ত কোম্পানির তথ্য প্রকাশ পর্যবেক্ষণ এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের জবাবদিহি বাড়ানো এবং নিরীক্ষা ব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বিবেচনা না করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া গেলে বাজারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বাড়বে।

সব মিলিয়ে, দেশের শেয়ার বাজারে নতুন প্রাণ ফেরানোর জন্য মানসম্মত আইপিও প্রয়োজন, কিন্তু সেটিই একমাত্র সমাধান নয়। শক্তিশালী নজরদারি, কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ, পেশাদার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ, বৈচিত্র্যময় বিনিয়োগপণ্য এবং দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি–এই বিষয়গুলোকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। বিনিয়োগকারীরা যখন নিশ্চিত হবেন যে তাঁদের অর্থের নিরাপত্তা, ন্যায্য লেনদেন এবং প্রতিকারের অধিকার সুরক্ষিত, তখনই বাজারে দীর্ঘমেয়াদি আস্থা ফিরে আসবে।

আইপিও নীতিমালা সংশোধনের ফলে নতুন কোম্পানি তালিকাভুক্তির যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেটিকে কাজে লাগানো এখন নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য বড় পরীক্ষা। এই সুযোগে যদি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসনের ভিত্তি শক্তিশালী করা যায়, তাহলে শেয়ার বাজার কেবল সাময়িক লেনদেন বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং দেশের শিল্পায়ন, ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। অন্যথায় নতুন আইপিও এলেও আস্থার সংকট কাটবে না, আর সেই সংকটের মূল্য দিতে হবে সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরই। ■



রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজারে নতুন চাপ : সামনে নীতির চ্যালেঞ্জ

শুল্ক-কর, ক্রয়ক্ষমতা ও আমদানি নিষেধাজ্ঞায় অনিশ্চয়তা
ভারসাম্যপূর্ণ নীতির অপেক্ষায় ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা

হামীম তাফহীম হোসেন

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত গাড়ির বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রেখেছে রিকন্ডিশন্ড বা পুনঃসংস্কার করা গাড়ি। তুলনামূলক সাশ্রয়ী দামে পরিচিত ব্র্যান্ডের গাড়ি কেনার সুযোগ, জ্বালানিসাশ্রয়ী হাইব্রিড প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জাপান থেকে নিয়মিত সরবরাহের কারণে এ বাজারে ক্রেতাদের আগ্রহ রয়েছে। তবে উচ্চ শুল্ক-কর, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, গাড়ি কেনার সামর্থ্য কমে যাওয়া এবং আমদানি নীতির পরিবর্তন–সব মিলিয়ে খাতটি এখন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যবহৃত ও রিকন্ডিশন্ড বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা। ফলে গাড়ির বাজারের ভবিষ্যৎ, রাজস্বনীতি এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহনব্যবস্থার বিকাশ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

২৪ আগস্ট ২০২৬ প্রকাশিত আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯-এ ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণ মোটরগাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর বিধিনিষেধ বহাল রাখা হয়েছে। নতুন নীতির এ বিধানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিকলস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বারভিডা) নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। সংগঠনটির মতে, নির্দিষ্ট কারিগরি, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত শর্তের আওতায় ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানির সুযোগ রাখা সম্ভব। অন্যদিকে, ব্যবহৃত গাড়ির ব্যাটারির অবস্থা, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এ বিতর্ক কেবল ব্যবসায়িক স্বার্থের নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্রেতার নিরাপত্তা, রাজস্ব আহরণ এবং পরিবহন খাতের প্রযুক্তিগত রূপান্তর।

রিকন্ডিশন্ড গাড়ি বলতে আগে ব্যবহৃত হয়েছে, পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় মেরামতের মাধ্যমে পুনরায় বিক্রির উপযোগী করা গাড়িকে বোঝায়। বাংলাদেশের এ বাজারে জাপান থেকে আমদানি করা গাড়ির প্রাধান্য রয়েছে। জাপানের নিলামব্যবস্থা, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত নথি এবং বিভিন্ন মডেলের সহজলভ্যতা এ বাজারের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। টয়োটা অ্যাক্সিও, প্রিমিও, নোয়া এবং হোন্ডা ভেজেলের মতো মডেল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহারে পরিচিত। তবে গাড়ির উৎপাদনবর্ষ, মাইলেজ, ইঞ্জিনের ক্ষমতা, নিলামে নির্ধারিত মূল্য, আমদানি ব্যয় ও শুল্ককাঠামোর ওপর ভিত্তি করে একই মডেলের গাড়ির দামেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়।

এ খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। গাড়ি আমদানি ও বিক্রির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ব্যবসার বাইরে শোরুম, মেরামতকেন্দ্র, যন্ত্রাংশের বাজার, পরিবহনসেবা, ব্যাংকঋণ, লিজিং এবং বীমা খাতেরও সম্পর্ক রয়েছে। ফলে গাড়ির আমদানি ও বিক্রি কমে গেলে শুধু ব্যবসায়ীদের আয় নয়, সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের কার্যক্রম, কর্মসংস্থান এবং সরকারের রাজস্ব আহরণও প্রভাবিত হতে পারে। বারভিডার দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ব্যবসায়

দেশে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে এবং এ খাত থেকে বছরে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আসে। সংগঠনটির দাবি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কয়েক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান এর সঙ্গে যুক্ত। তবে এসব হিসাবের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ ও হালনাগাদ সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে নিশ্চিত করা যায়নি। তাই খাতটির প্রকৃত আকার, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব অবদান নির্ধারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সমন্বিত উপাত্ত প্রয়োজন।

গাড়ির বাজারে চাপের অন্যতম বড় কারণ শুল্ক-কর কাঠামো। গাড়ির ইঞ্জিনের ক্ষমতা, ধরন ও প্রযোজ্য করের ভিত্তিতে আমদানি পর্যায়ে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এর সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে গাড়ির দাম, পরিবহন ব্যয় এবং আমদানি অর্থায়নের খরচ যুক্ত হয়। ফলে আমদানিকারকের ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাব শেষ পর্যন্ত ক্রেতার ওপর পড়ে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব নিয়ে গত জুনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বারভিডা মধ্যম সারির রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ওপর প্রস্তাবিত কর বৃদ্ধির বিরোধিতা করে। সংগঠনটির হিসাবে, ইঞ্জিনের ক্ষমতাভিত্তিক করশ্রেণি পুনর্বিন্যাসের ফলে ১,২০১ থেকে ১,৬০০ সিসির গাড়ির মোট করভার ১৩২ দশমিক ৩৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫৯ দশমিক ৮০ শতাংশ হতে পারে। এতে টয়োটা প্রিমিওর দাম প্রায় ৩ লাখ টাকা এবং অ্যাক্সিওর দাম প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বাড়তে পারে বলে সংগঠনটি আশঙ্কা প্রকাশ করে।

সংগঠনটি নতুন ও রিকন্ডিশন্ড প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ির মধ্যে শুল্কসুবিধার সামঞ্জস্য আনারও দাবি জানিয়েছে। তাদের যুক্তি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে বৈদ্যুতিক গাড়ির পাশাপাশি হাইব্রিড গাড়ির প্রতিও নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন। তবে করছাড়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজস্বের সম্ভাব্য ক্ষতি, জ্বালানি সাশ্রয়, নির্গমন হ্রাস এবং স্থানীয় গাড়ি সংযোজনশিল্পের বিকাশ–সব দিক বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

বাজারের চাহিদা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পেতে গাড়ির নিবন্ধনসংক্রান্ত উপাত্তও গুরুত্বপূর্ণ। তবে নিবন্ধনের সংখ্যা বিশ্লেষণের সময় নতুন ও পুরোনো গাড়ি, ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক যানবাহন এবং মোট নিবন্ধন ও নতুন নিবন্ধনের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। শুধু একটি বছরের নিবন্ধন কমে যাওয়ার তথ্য দিয়ে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজারের সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে বিআরটিএর শ্রেণিভিত্তিক তথ্য, কাস্টমসের আমদানি পরিসংখ্যান এবং বাজারে গাড়ি বিক্রির উপাত্ত একসঙ্গে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানির নতুন বিধিনিষেধ এ খাতের সামনে আরেকটি বড় প্রশ্ন তৈরি করেছে। ১০ সেপ্টেম্বর বারভিডা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ সেপ্টেম্বর সংগঠনটির সদস্যরা দেশব্যাপী শোরুম বন্ধ রেখে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। বারভিডার প্রকাশিত তথ্যের বরাতে সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, এ কর্মসূচিতে প্রায় ১ হাজার ৩০০ সদস্যপ্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। গাড়ির নিবন্ধন এবং আমদানি করা গাড়ি খালাস ও শুল্ক-কর পরিশোধসংক্রান্ত কার্যক্রমও স্থগিত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

বারভিডার দাবি, ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানির সুযোগ ফিরিয়ে দিলে তুলনামূলক কম দামে নতুন প্রযুক্তির গাড়ি কেনার সুযোগ তৈরি হবে এবং এ খাতে বিনিয়োগ ও রাজস্ব বাড়তে পারে। তবে সংগঠনটির এ যুক্তির বিপরীতে ব্যাটারির স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনার ইতিহাস, গাড়ির নিরাপত্তা এবং ব্যবহারের শেষে ব্যাটারি পুনর্ব্যবহার বা নিরাপদে নিষ্পত্তির প্রশ্ন রয়েছে। বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মেরামতের ব্যয়ও ক্রেতার জন্য বড় আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানির অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাটারির অবশিষ্ট সক্ষমতা, নিরাপত্তা সনদ, উৎপাদনবর্ষ এবং পরিবেশগত মান যাচাইয়ের কার্যকর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

গাড়ির বয়সসীমা নিয়েও একই ধরনের ভারসাম্য দরকার। বয়সসীমা বাড়ানোর পক্ষে ব্যবসায়ীদের যুক্তি হলো, এতে আমদানিযোগ্য গাড়ির সংখ্যা বাড়বে এবং ক্রেতারা আরও বেশি মডেল থেকে বেছে নিতে পারবেন। কিন্তু পুরোনো গাড়ির যান্ত্রিক অবস্থা, নির্গমনমাত্রা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা যাচাই না করে বয়সসীমা শিথিল করলে পরিবেশ ও সড়ক নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। আবার শুধু উৎপাদনবর্ষের ভিত্তিতে গাড়ির মান নির্ধারণ করাও যথেষ্ট নয়। দুর্ঘটনার ইতিহাস, ওডোমিটারের সত্যতা, নিলাম প্রতিবেদন, রক্ষণাবেক্ষণের নথি এবং গাড়ির সামগ্রিক কারিগরি অবস্থা যাচাই করা জরুরি।

এ অবস্থায় রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজারের জন্য প্রয়োজন একটি পূর্বানুমানযোগ্য ও সমন্বিত নীতিকাঠামো। নতুন, রিকন্ডিশন্ড, হাইব্রিড ও বৈদ্যুতিক গাড়ির করকাঠামো পর্যালোচনার সময় রাজস্ব আহরণ, ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা, জ্বালানি দক্ষতা, নির্গমন হ্রাস এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশকে একসঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। শুধু ইঞ্জিনের ক্ষমতার ভিত্তিতে কর নির্ধারণের পরিবর্তে জ্বালানি দক্ষতা, প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত প্রভাবকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

একই সঙ্গে আমদানি নথি ও গাড়ির ইতিহাস যাচাইয়ের ডিজিটাল ব্যবস্থা, স্বচ্ছ শুল্কায়ন, বিক্রয়োত্তর সেবার মান এবং ক্রেতার অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বিকল্প হিসেবে পরীক্ষিত ব্যাটারি, নিরাপত্তা সনদ, বয়সসীমা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শর্তযুক্ত আমদানি কাঠামো বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এমন ব্যবস্থা চালু করতে হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার পর্যাপ্ত কারিগরি সক্ষমতা এবং নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

বারভিডা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিআরটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান খোঁজা সম্ভব। পাশাপাশি বাজারের প্রকৃত আকার, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, আমদানি ও বিক্রির প্রবণতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হলে নীতিনির্ধারণও আরও কার্যকর হবে।

সব মিলিয়ে, বাংলাদেশের রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজারের ভবিষ্যৎ শুধু শুল্ক কমানো কিংবা আমদানির পরিমাণ বাড়ানোর ওপর নির্ভর করছে না। ক্রেতার সামর্থ্য, সরকারের রাজস্ব, পরিবেশগত দায়বদ্ধতা, সড়ক নিরাপত্তা এবং দেশীয় গাড়ি সংযোজনশিল্পের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল নীতি, যথাযথ কারিগরি যাচাই এবং বাস্তবভিত্তিক করব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এ খাত একদিকে কর্মসংস্থান ও রাজস্বে অবদান রাখতে পারবে, অন্যদিকে ক্রেতার জন্য নিরাপদ ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী গাড়ি পাওয়ার সুযোগও বাড়বে। ■



মূল্যস্ফীতির চাপে ক্ষয় হচ্ছে সঞ্চয়ের শক্তি

সাড়ে ৭ শতাংশ সুদে ব্যাংকে ১০ লাখ টাকা রাখলে বছরে মোট সুদ পাওয়া যায় ৭৫ হাজার টাকা। কিন্তু ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ মূল্যস্ফীতির বিপরীতে এই আয় সঞ্চয়ের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখতে যথেষ্ট নয়। কর ও অন্যান্য চার্জ বাদ দিলে প্রকৃত আয় আরও কমে যায়। ফলে ব্যাংকে টাকা জমা থাকলেও আমানতকারীদের বাস্তব সম্পদ ক্রমেই ক্ষয় হচ্ছে।

মোশাররফ হোসেন ❍

উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে নিত্যপণ্যের দাম ও জীবনযাত্রার ব্যয় যখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন ব্যাংকে আমানত রেখে আয়ও কমে যাচ্ছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এক বছর মেয়াদি আমানতের সুদের হার কমিয়ে সাড়ে ৭ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। অথচ গত সেপ্টেম্বরে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ। ফলে ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের বিপরীতে যে সুদ পাওয়া যাচ্ছে, তা দিয়ে মূল্যস্ফীতির ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি চাপে পড়ছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগরিক, মধ্যবিত্ত পরিবার এবং সুদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল মানুষ।

চলতি বছরের জুলাইয়ে এক বছর মেয়াদি আমানতে বিভিন্ন ব্যাংকের সুদের হার ছিল ৯ থেকে ১০ দশমিক ১৫ শতাংশ। আগস্টে তা কমে সাড়ে ৮ থেকে ৯ শতাংশে নেমে আসে। সর্বশেষ দুই মাসে দুই দফায় সুদের হার কমিয়ে কয়েকটি ব্যাংক তা সাড়ে ৭ থেকে ৮ শতাংশে এনেছে। কোনো ব্যক্তি সাড়ে ৭ শতাংশ সুদে ১০ লাখ টাকা এক বছরের জন্য জমা রাখলে মোট সুদ পাবেন ৭৫ হাজার টাকা। কিন্তু মূল্যস্ফীতি, উৎসে কর, আবগারি শুল্ক ও প্রযোজ্য চার্জ বিবেচনায় নিলে প্রকৃত আয় আরও কমে যায়। ফলে হিসাবে টাকার পরিমাণ বাড়লেও কমে তার ক্রয়ক্ষমতা।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. ফাহমিদা খাতুনের মতে, আমানতের সুদের হার কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নতুন করে আর্থিক চাপে পড়বেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ

ড. মুস্তফা কামাল মুজেরী মনে করেন, যেসব ব্যাংকে আমানত বেশি আসছে, তাদের সুদের হার কমানো বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে স্বাভাবিক। এতে ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের ব্যয় কমার সুযোগ তৈরি হলেও আমানতকারীদের আয় কমে যাওয়ার সমস্যা থেকে যাচ্ছে।

আমানত বাড়ছে, ঋণের চাহিদা কমছে

ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমানোর অন্যতম কারণ আমানত ও ঋণের প্রবৃদ্ধির মধ্যে ব্যবধান। ব্যাংকারদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসে ব্যাংক খাতে সামগ্রিক আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ দশমিক ৯৬ শতাংশ। তবে শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি ব্যাংকে তা ১৫ থেকে ২২ শতাংশে পৌঁছেছে। দুর্বল ব্যাংক থেকে টাকা তুলে গ্রাহকদের তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য ব্যাংকে জমা রাখার প্রবণতা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

অন্যদিকে, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি টানা ছয় মাসের বেশি সময় ধরে ৫ শতাংশের নিচে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুনে ব্যাংকিং খাতে উদ্বৃত্ত তারল্যের পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ৮ হাজার কোটি টাকা। ঋণ দেওয়ার মতো উপযুক্ত গ্রাহক ও নতুন বিনিয়োগের চাহিদা কম থাকায় ব্যাংকগুলোকে বেশি সুদ দিয়ে আমানত সংগ্রহে আগ্রহী হতে হচ্ছে না।

বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংক ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এক বছর মেয়াদি আমানতে সাড়ে ৭ শতাংশ, প্রাইম ব্যাংক ৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ এবং সিটি ব্যাংক সাড়ে ৭ শতাংশ সুদ দিচ্ছে। ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোহেল আর কে হুসেইনের তথ্য অনুযায়ী, তার ব্যাংকের ঋণ-আমানত অনুপাত প্রায় ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ, আমানতের তুলনায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ কম থাকায় ব্যাংকে উদ্বৃত্ত অর্থ জমছে।

উচ্চ ঋণব্যয়, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, উৎপাদন খরচের চাপ ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে উদ্যোক্তারাও নতুন বিনিয়োগে সতর্ক। বর্তমানে ব্যাংকঋণের সুদের হার ১০ থেকে ১১ শতাংশের মধ্যে থাকায় ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণ নিয়ে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে ব্যাংকের হাতে অর্থ থাকলেও তা উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও নতুন ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ বাড়ছে

বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদা কম থাকায় ব্যাংকগুলো উদ্বৃত্ত অর্থের একটি অংশ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ করছে। এসব সিকিউরিটিজের চাহিদা বেড়ে সম্প্রতি ট্রেজারি বিলের সুদের হার তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছিল। তবে সর্বশেষ পর্যায়ে ৯১ দিন, ১৮২ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের সুদের হার আগের সপ্তাহের তুলনায় ৩২ থেকে ১০০ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত বেড়েছে বলে ব্যাংকাররা জানিয়েছেন।

সরকারি সিকিউরিটিজের সুদের হার আর্থিক খাতে বেঞ্চমার্ক হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকগুলোর হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ বেড়ে গেলে ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সুদের হার কমতে পারে, যার প্রভাব আমানতের সুদের হারেও পড়ে। তবে সাময়িকভাবে সরকারি সিকিউরিটিজের সুদ বাড়লেই আমানতের সুদ বাড়বে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

সঞ্চয় রক্ষায় প্রয়োজন কার্যকর উদ্যোগ

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু আমানতের সুদের হার বাড়িয়ে এ সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, খেলাপি ঋণ কমানো এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও সুদনির্ভর আমানতকারীদের জন্য নিরাপদ সঞ্চয়পণ্যের সুযোগ সহজ করা প্রয়োজন।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না এলে আমানতের সুদের হার কমার প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর আরও গভীর হবে। অন্যদিকে, ঋণের চাহিদা ও বিনিয়োগ না বাড়লে ব্যাংকে জমে থাকা বিপুল অর্থও অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গতি আনতে পারবে না। তাই আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং উৎপাদনশীল খাতে অর্থের প্রবাহ বাড়ানোর মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাই এখন নীতিনির্ধারকদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। ■

বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের ৯ মাসে ইপিএস ১.৭৪ টাকা

অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি ২০২৬ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৭৪ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে এ আয় ছিল ১ টাকা ৭৩ পয়সা। ফলে এক বছরের ব্যবধানে শেয়ারপ্রতি আয় সামান্য বেড়েছে। তবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় আগের বছরের একই সময়ের মতোই ৫০ পয়সায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

এদিকে, চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ টাকা ৯৮ পয়সায়। আগের বছরের একই সময়ে এ পরিমাণ ছিল ১ টাকা ৮০ পয়সা। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ২১ টাকা ১৯ পয়সা। ■



পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারে ৮১% পর্যন্ত দরবৃদ্ধির সম্ভাবনা

সিএএল বাংলাদেশের মূল্যায়নে, ব্যাংক খাতের সংস্কার ও ঋণ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনায় ব্র্যাক, সিটি, ইস্টার্ন, ডাচ্-বাংলা ও পূবালী ব্যাংকের শেয়ারে ৪৪৮১ শতাংশ পর্যন্ত দরবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খেলাপি ঋণ, সুদহারের চাপ ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকির কারণে এ পূর্বাভাস নিশ্চিত মুনাফার নিশ্চয়তা নয়।

তাহসিন আহমেদ ❍

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারে ৪৪ থেকে ৮১ শতাংশ পর্যন্ত দরবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছে বিনিয়োগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিএএল বাংলাদেশ। ব্যাংক খাতে চলমান সংস্কার, খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী ব্যাংকগুলোর ঋণ সম্প্রসারণের সুযোগকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানটি ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংকের শেয়ারকে আকর্ষণীয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেওয়া নির্ভর করবে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার, ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকগুলোর আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতার ওপর।

'ব্যাংকিং অন দ্য নেক্সট সাইকেল' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে সিএএল বাংলাদেশ বলেছে, দেশের ব্যাংক খাতে আর্থিক পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি করতে পারে। কঠোর ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশন সংরক্ষণের শর্তে দুর্বল ব্যাংকগুলোর আর্থিক সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠায় আমানত সংগ্রহ এবং নতুন ঋণ বিতরণের সুযোগ তুলনামূলকভাবে ভালো মূলধনসম্পন্ন ব্যাংকগুলোর দিকে সরে যেতে পারে। এ পরিবর্তনের ফলে আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যাংকগুলো বাজার হিস্যা বাড়ানোর সুযোগ পাবে।

সম্পদের গুণগত মান, মূলধন পর্যাপ্ততা, তহবিল সংগ্রহের সক্ষমতা এবং ঋণ বিতরণের সামর্থ্য বিবেচনায় ১৪টি ব্যাংককে 'সাইকেল-রেডি' বা নতুন প্রবৃদ্ধি চক্রের জন্য প্রস্তুত হিসেবে চিহ্নিত করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি। তাদের মূল্যায়নে, এসব ব্যাংক একদিকে ব্যাংক খাতের চলমান সংকট ও আর্থিক পুনর্বিন্যাসের চাপ সামাল দিতে পারবে, অন্যদিকে ঋণের চাহিদা বাড়লে তুলনামূলক দ্রুত ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে।

ব্যাংক খাতের সামগ্রিক দুর্বলতার বিপরীতে চিহ্নিত ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থানের ব্যবধানও গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুনে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের অনুপাত দাঁড়ায় ৩২ দশমিক ৮ শতাংশে। একই সময়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রভিশন ঘাটতি ছিল ২ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা। সংকটে থাকা ১০টি ব্যাংকের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল মোট খেলাপি ঋণের

৭৪ শতাংশ। অর্থাৎ, ব্যাংক খাতের সম্পদের গুণগত সংকটের বড় অংশ অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

অন্যদিকে, 'সাইকেল-রেডি' হিসেবে চিহ্নিত ১৪টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের মধ্যম অনুপাত ছিল মাত্র ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। এসব ব্যাংকের সম্মিলিত মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত ছিল ১৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ, যা গবেষণায় বিবেচিত ১২ দশমিক ৫ শতাংশের মানদণ্ডের চেয়ে বেশি। নির্ধারিত মানদণ্ডের অতিরিক্ত এসব ব্যাংকের মূলধন ছিল ১৬ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। ঋণের চাহিদা বাড়লে এই অতিরিক্ত মূলধন নতুন ঋণ বিতরণ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছে সিএএল বাংলাদেশ।

ব্যাংকগুলোর প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার পেছনে বেসরকারি খাতে ঋণ চাহিদা পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশাও কাজ করছে। সিএএল বাংলাদেশের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০২৮-২৯ অর্থবছরে তা বেড়ে ১২ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এই পূর্বাভাস বাস্তবায়িত হলে ২০২৬ সালের জুনের তুলনায় বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকা বাড়তে পারে। এর মধ্যে ৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ ঋণ আসতে পারে গবেষণায় চিহ্নিত ১৪টি ব্যাংক থেকে।

ঋণবাজারে এই সম্ভাব্য পরিবর্তনের সুফল সব ব্যাংক সমানভাবে পাবে না। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির মতে, ঋণ পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত ঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) অর্থায়ন, ভোক্তা ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার বাড়তে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হলে পরবর্তী সময়ে করপোরেট ঋণ, আমদানি অর্থায়ন এবং বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং সেবার চাহিদাও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেসব ব্যাংকের এসব খাতে ইতিমধ্যে শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে, তারা তুলনামূলক বেশি সুবিধা পেতে পারে।

এই বিবেচনায় ব্র্যাক ব্যাংককে সম্ভাবনাময় ব্যাংক হিসেবে দেখছে সিএএল বাংলাদেশ। ব্যাংকটির আমানত প্রবৃদ্ধি, এসএমই অর্থায়নে শক্তিশালী অবস্থান এবং মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশে অংশীদারত্বকে প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের চাহিদা বাড়লে ব্র্যাক ব্যাংক তার বিদ্যমান ব্যবসায়িক সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ঋণ বিতরণ বাড়াতে পারে। সিটি ব্যাংকের ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড, পেমেন্ট সেবা এবং খুচরা ব্যাংকিং ব্যবসাকে সম্ভাবনার প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভোক্তা ব্যয় ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি ফিরলে এসব সেবার চাহিদা বাড়তে পারে। ফলে ব্যাংকটির আয় ও ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইস্টার্ন ব্যাংকের ঋণ পোর্টফোলিওতে পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণ এবং লেনদেনভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি। পূবালী ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেশজুড়ে বিস্তৃত শাখা নেটওয়ার্ক ও দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে ঋণ সম্প্রসারণের সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের কম খরচের আমানত সংগ্রহ এবং বিস্তৃত বিতরণ নেটওয়ার্ক অতিরিক্ত তারল্যকে ঋণে রূপান্তর করে আয় বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করতে পারে।

তবে শক্তিশালী ব্যাংকগুলোর জন্য প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও পুরো খাতের ঝুঁকি থেকে তারা মুক্ত নয়। সিএএল বাংলাদেশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ২২টি লোকসান করেছে এবং ১৯টি ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত আইনগত ন্যূনতম সীমার নিচে ছিল। দুর্বল ব্যাংকগুলোর সংকট দীর্ঘায়িত হলে তার প্রভাব অন্য ব্যাংকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমানতকারীদের আস্থা, তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সুদহারের ব্যবধান নিয়ন্ত্রণের বিধানও ব্যাংকগুলোর মুনাফার ওপর চাপ তৈরি করতে পারে। ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদহারের ব্যবধান ৪ শতাংশের মধ্যে রাখার বিধান কার্যকর হলে ব্যাংকগুলোর নিট সুদ আয় বা নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন সংকুচিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। প্রতিবেদনের হিসাবে, ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত ৫৫টি ব্যাংকের সুদহারের ব্যবধান নির্ধারিত সীমার ওপরে ছিল। 'সাইকেল-রেডি' হিসেবে চিহ্নিত ১৪টি ব্যাংকের মধ্যে ১৩টিও এই তালিকায় রয়েছে। ফলে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রক সীমা মুনাফা বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বড় করপোরেট ঋণগ্রহীতাদের কাছে ঋণ কেন্দ্রীভূত থাকাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি। কোনো বড় ঋণ পুনর্গঠন করতে হলে কিংবা নতুন করে শ্রেণীকরণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অতিরিক্ত প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হতে পারে। এতে ব্যাংকের মুনাফা কমে যাওয়ার পাশাপাশি মূলধনের ওপরও চাপ সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ, বর্তমানে ভালো আর্থিক অবস্থানে থাকা ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও বড় ঋণগ্রহীতার আর্থিক দুরবস্থা ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

সব মিলিয়ে, ব্যাংক খাতের সংকটকে শুধু ঝুঁকি হিসেবে নয়, আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যাংকগুলোর জন্য বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা হিসেবেও দেখছে সিএএল বাংলাদেশ। তবে প্রতিষ্ঠানটির পাঁচটি পছন্দের ব্যাংকের শেয়ারে ৪৪ থেকে ৮১ শতাংশ পর্যন্ত সম্ভাব্য দরবৃদ্ধির পূর্বাভাস নিশ্চিত মুনাফার নিশ্চয়তা নয়। শেয়ারের প্রকৃত মূল্যায়ন নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আয়, মূলধনের সক্ষমতা, সম্পদের গুণগত মান, ঋণ প্রবৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি মোকাবিলার ওপর। একই সঙ্গে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও ভোগব্যয় কতটা বাড়ে, সেটিও ব্যাংকগুলোর ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের জন্য তাই মূল বিবেচ্য শুধু সম্ভাব্য দরবৃদ্ধির হার নয়; বরং সেই সম্ভাবনার পেছনে থাকা আর্থিক ভিত্তি ও ঝুঁকির মাত্রা। শক্তিশালী ব্যাংকগুলো ভবিষ্যৎ ঋণবাজারের সম্প্রসারণ থেকে বেশি সুবিধা পেতে পারে, তবে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি বাস্তবায়িত না হলে কিংবা খেলাপি ঋণ ও সুদহারের চাপ বাড়লে তাদের শেয়ারের মূল্যায়নেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ■



লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ ও মার্কোপোলোর মধ্যে চুক্তি

পুঁজিবাজারে আসছে এআইভিত্তিক বিনিয়োগ সেবা

অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

দেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের তথ্যপ্রাপ্তি সহজ করা এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা দিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর সেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ পিএলসি ও মার্কোপোলো এআই। এ সেবার মাধ্যমে অর্থনীতি ও পুঁজিবাজারের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ, শেয়ারের তুলনামূলক মূল্যায়ন এবং বিনিয়োগ পোর্টফোলিও গঠনে সহায়তা পাবেন বিনিয়োগকারীরা। পাশাপাশি ভয়েস ও চ্যাটভিত্তিক সেবার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তথ্য ও বিশ্লেষণ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

এ লক্ষ্যে গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে 'এন্ড-টু-এন্ড ইনভেস্টমেন্ট জার্নি পাওয়ার্ড বাই এআই' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, এ উদ্যোগ দেশের পুঁজিবাজারে প্রযুক্তিনির্ভর বিনিয়োগ সেবার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। বিশেষ করে তরুণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বাজারসংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করার পাশাপাশি বিশ্লেষণভিত্তিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বাড়বে।

অনুষ্ঠানে লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার সাফ্‌ফাত রেজা বলেন, ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি পুঁজিবাজারে উদ্ভাবন ও বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। ২০১৩ সালে দেশে প্রথমবারের মতো আর্থিক তথ্যভিত্তিক পোর্টাল চালুর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমানে বিনিয়োগকারীরা আরও সংক্ষিপ্ত, নির্ভুল ও কার্যকর তথ্য চান। এ চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘদিনের তথ্যভাণ্ডারকে এআই প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে। তাঁর মতে, নতুন এ উদ্যোগ তরুণ প্রজন্ম ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে সম্পৃক্ততা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে।

মার্কোপোলো এআইয়ের স্ট্র্যাটেজিক গ্রোথ অফিসার ফাহমিদুল হাসান জানান, প্রতিষ্ঠানটির বিশ্বজুড়ে ১ হাজার ৪০০টির বেশি প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক রয়েছে। নতুন প্রযুক্তিনির্ভর সেবার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা অর্থনীতি ও পুঁজিবাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন শেয়ারের তুলনামূলক মূল্যায়ন এবং নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ছাড়া ভয়েস ও চ্যাটভিত্তিক ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকবে।

লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান মাহবুবুল আনাম বলেন, প্রতিষ্ঠানটির প্রায় তিন দশকের অভিজ্ঞতা ও তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে মার্কোপোলোর এআই প্রযুক্তির সমন্বয় বিনিয়োগকারীদের জন্য বাজার বিশ্লেষণ, বিনিয়োগের সুযোগ শনাক্তকরণ এবং পোর্টফোলিও গঠন সহজ করবে। বর্তমানে লংকাবাংলার মোট লেনদেনের প্রায় ৬০ শতাংশ পোর্টালের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

প্রযুক্তিনির্ভর সেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি জেনারেশন জেড ও প্রযুক্তিবান্ধব তরুণদের পুঁজিবাজারে সম্পৃক্ত করাও প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অগ্রাধিকার।

তবে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি বাজারে তথ্যের সহজলভ্যতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজার পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ প্রযুক্তি গ্রহণে ধীরগতি ও সুশাসনের ঘাটতি।

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য কোম্পানির মৌলিক তথ্য সংগ্রহ এখনো সহজ নয়। এসব তথ্য সহজলভ্য হলে বিনিয়োগকারী, গবেষক ও গণমাধ্যমকর্মীরা নিজেরাই বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন

বলেন, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে দেশের পুঁজিবাজারকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে প্রস্তুত হতে হবে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বাজারের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ কমানো গেলে ইতিবাচক গতি ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডিএসইর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত আনোয়ার এ চুক্তিকে পুঁজিবাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, কোনো একটি প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলে তার সুফল পুরো বাজারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে পুঁজিবাজারে যুক্ত করতে প্রযুক্তিনির্ভর সেবার বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কমিশনার নাফিজ আল তারিক জানান, কমিশন আর্থিক পরামর্শক বিধিমালা প্রণয়নের কাজ করছে। এতে প্রচলিত পরামর্শ সেবার পাশাপাশি রোবো-অ্যাডভাইজরি ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাঁর মতে, প্রচলিত ব্যবস্থায় আর্থিক পরামর্শকেরা সাধারণত বড় গ্রাহকদের বেশি গুরুত্ব দেন, ফলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও এআইয়ের ব্যবহার বাড়লে গ্রামাঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের কাছেও এ সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই মানুষ সহজে আর্থিক পরামর্শ নিয়ে বিনিয়োগ করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মার্কোপোলো এআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাসফিয়া তাসবিন বলেন, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন তথ্যভাণ্ডারকে ভিত্তি করে কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এটি শুধু নতুন একটি পণ্য চালু নয়, বরং পুঁজিবাজারে নতুন ধরনের সেবার সূচনা।

অনুষ্ঠানে লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন চৌধুরী বলেন, এ অংশীদারত্বের মূল লক্ষ্য বিনিয়োগসংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যের ব্যবহার বাড়ানো এবং বিনিয়োগকারীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করা। দায়িত্বশীলভাবে এআই ব্যবহার করা গেলে পুঁজিবাজারের বিভিন্ন অংশীজনের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। ■

এজিএমের পরদিনই ডিভিডেন্ড দিল ওয়ালটন

অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

দেশের শেয়ার বাজারে দ্রুততম সময়ে নগদ লভ্যাংশ বিতরণের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তালিকাভুক্ত প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হওয়ার পরদিনই শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক হিসাবে অনুমোদিত ১৮০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশের অর্থ পাঠিয়েছে কোম্পানিটি। একই সঙ্গে ১০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড বা বোনাস শেয়ার দেওয়ার সিদ্ধান্তও অনুমোদন করেছেন শেয়ারহোল্ডাররা।

গত ১৫ অক্টোবর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের ২০তম এজিএম অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিতিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদের প্রস্তাবিত নগদ ও স্টক ডিভিডেন্ড অনুমোদিত হয়। সভা শেষ হওয়ার পরদিনই ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক হিসাবে নগদ লভ্যাংশের অর্থ পাঠিয়ে দেয় প্রতিষ্ঠানটি।

কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও কোম্পানি সচিব মো. রফিকুল ইসলাম, এফসিএস জানান, শক্তিশালী তারল্য পরিস্থিতি, আধুনিক প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, পরিচালনা পর্ষদের কার্যকর উদ্যোগ এবং পেশাদার ব্যবস্থাপনার কারণে এত দ্রুত লভ্যাংশ বিতরণ সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে, দ্রুততম সময়ে শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে কোম্পানিটি করপোরেট সুশাসনের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কোম্পানির ঘোষণা অনুযায়ী, ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে বিনিয়োগকারীরা ১৮ টাকা নগদ লভ্যাংশ পেয়েছেন। পাশাপাশি প্রতি ১০টি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে একটি করে নতুন বোনাস শেয়ার পাবেন তাঁরা।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদিত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের নিট মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১২৪ কোটি ৫৭ লাখ ৮ হাজার ৪৯৪ টাকা। আগের অর্থবছরে কোম্পানিটির নিট মুনাফা ছিল ১ হাজার ৩৬ কোটি ৬১ লাখ ৬০ হাজার ৩৬৩ টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে নিট মুনাফা বেড়েছে প্রায় ৮৭ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

একই সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ টাকা ৭৫ পয়সায়, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩১ টাকা ১১ পয়সা। পুনর্মূল্যায়নসহ কোম্পানির মোট নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা। এতে পুনর্মূল্যায়নসহ শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৩৮১ টাকা ২৬ পয়সা। পুনর্মূল্যায়ন ছাড়া এ মূল্য ২৮০ টাকা ২৪ পয়সা।

ওয়ালটন জানিয়েছে, অনুমোদিত ১০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ডের বিপরীতে সংরক্ষিত মুনাফা থেকে মূলধন স্থানান্তর করা হবে। এ মূলধন কোম্পানির সবুজ জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং কারখানার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ (বিএমআরই) প্রকল্পে পুনর্বিনিয়োগ করা হবে। ■

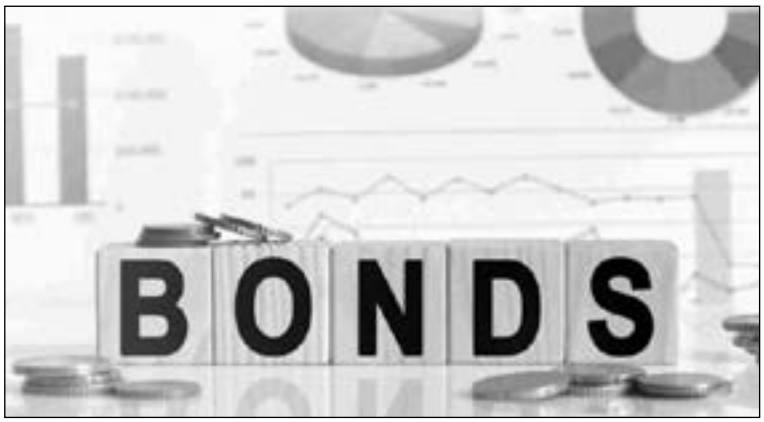
শেয়ারবাজারে নতুন দিগন্ত

বন্ডে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার অনুমোদন

গত পাঁচ মাসে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন দিয়ে পুঁজি বাজারকে বহুমুখী করার উদ্যোগ নিয়েছে বিএসইসি। গ্রিন, সাসটেইনেবল ও অরেঞ্জ বন্ডের পাশাপাশি মূল বোর্ডে তালিকাভুক্তি বাধ্যতামূলক করায় লেনদেন ও তারল্য বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ানো ও বিধিমালা আধুনিকায়নের মাধ্যমে ব্যাংকঋণের বিকল্প দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

অর্থজগত প্রতিবেদন

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বাড়ানো এবং ব্যাংকঋণনির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বন্ড মার্কেট সম্প্রসারণে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এরই ধারাবাহিকতায় গত পাঁচ মাসে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন দিয়েছে পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। অনুমোদিত এসব বন্ডের মধ্যে রয়েছে গ্রিন বন্ড, সাসটেইনেবল সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড এবং প্রচলিত সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড। পাশাপাশি নারী ক্ষমতায়নে অর্থায়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বিশেষায়িত 'অরেঞ্জ বন্ড'। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে শেয়ারনির্ভর বাজারকে বহুমুখী করে বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থির আয়ের বিকল্প সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত বন্ডগুলোর মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংকের এক হাজার কোটি টাকার তিন বছর মেয়াদি জিরো-কুপন গ্রিন বন্ড অন্যতম। এ ছাড়া সাউথইস্ট ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকার সাত বছর মেয়াদি সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, ব্যাংক এশিয়ার ৮০০ কোটি টাকার সাত বছর মেয়াদি সাসটেইনেবল সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার সাত বছর মেয়াদি সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড এবং ওয়ান ব্যাংকের ৪০০ কোটি টাকার সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড অনুমোদন পেয়েছে। এসব বন্ডের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি মূলধন কাঠামো শক্তিশালী করার সুযোগ পাবে। বিশেষ করে সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড ব্যাংকের



টিয়ার-২ মূলধন বাড়াতে সহায়তা করে, যা ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, গ্রিন ও সাসটেইনেবল বন্ডের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই উন্নয়নসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অর্থায়নের সুযোগ তৈরি হয়।

বন্ড অনুমোদনের পাশাপাশি এর লেনদেনকে গতিশীল করতে সেকেন্ডারি মার্কেট শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে বিএসইসি। এ লক্ষ্যে অনুমোদিত বন্ডগুলো স্টক এক্সচেঞ্জের মূল বোর্ডে তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির মতে, এর ফলে বিনিয়োগকারীরা তালিকাভুক্ত বন্ড শেয়ার কেনাবেচার মতো স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারবেন। এতে বিনিয়োগের অর্থ নগদায়নের সুযোগ বাড়বে এবং বন্ডের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি বন্ডের তালিকাভুক্তি ফি কমানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম জানিয়েছেন, দেশের বন্ড মার্কেটকে কার্যকর ও প্রাণবন্ত করতে এবারই প্রথম অনুমোদিত বন্ডের মূল বোর্ডে তালিকাভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বন্ডের লেনদেনের সুযোগ বাড়ানো এবং বাজারে তারল্য নিশ্চিত করার প্রত্যাশা করছে সংস্থাটি।

বন্ড মার্কেট সম্প্রসারণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে সাজেদা ফাউন্ডেশনের ১৫৮ কোটি টাকার 'অরেঞ্জ বন্ড'। নারী ক্ষমতায়ন ও নারীকেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়নের লক্ষ্যে এ বন্ড অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগেও পুঁজি বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, ব্র্যাক ব্যাংকের গ্রিন বন্ডের অর্থ পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণসহ টিয়ার-২ মূলধন সংগ্রহে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিএসইসি এখন বন্ডে দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড,

গ্র্যাচুইটি ফান্ড ও পেনশন তহবিলের অর্থ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের বাইরে করপোরেট বন্ড এবং পুঁজি বাজারের অন্যান্য উপকরণে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণে নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে। একই সঙ্গে বীমা কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগ বন্ডমুখী করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এসব তহবিলের বড় অংশ তুলনামূলক নিরাপদ ও নির্দিষ্ট আয়ভিত্তিক বিনিয়োগে কেন্দ্রীভূত থাকায় করপোরেট বন্ডে অর্থপ্রবাহ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়লে বন্ডের চাহিদা ও লেনদেনের গভীরতা বাড়তে পারে। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগযোগ্য অর্থের নতুন উৎস তৈরি হবে, যা শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকঋণের বিকল্প হিসেবে পুঁজি বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করতে পারে।

এ জন্য বন্ড লেনদেনের পৃথক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয় করার পাশাপাশি বিদ্যমান 'ডেট ইস্যু রুলস' বা বন্ড ইস্যু বিধিমালা আধুনিকায়নের কাজও এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বিধিমালা সহজ করা গেলে বন্ড ইস্যু ও অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় সময় ও জটিলতা কমবে। একই সঙ্গে তথ্য প্রকাশ, স্বচ্ছতা এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়গুলো আরও কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার সুযোগ তৈরি হবে। বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে, বাংলাদেশের পুঁজি বাজার দীর্ঘদিন ধরে শেয়ার লেনদেনের ওপর বেশি নির্ভরশীল। ফলে বাজারে দরপতন বা অনিশ্চয়তা দেখা দিলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও লেনদেনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ পরিস্থিতিতে বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য আর্থিক উপকরণের বিকাশ বাজারের গভীরতা বাড়াতে পারে। তবে শুধু বন্ড অনুমোদন দিলেই এ লক্ষ্য অর্জিত হবে না; নিয়মিত লেনদেন, স্বচ্ছ মূল্য নির্ধারণ, পর্যাপ্ত তারল্য এবং ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য নিশ্চিত করাও জরুরি।

সব মিলিয়ে, বন্ড মার্কেট সম্প্রসারণে বিএসইসির সাম্প্রতিক উদ্যোগ পুঁজি বাজারকে বহুমুখী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এসব সংস্কার কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে একদিকে ব্যাংক ও করপোরেট প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের বিকল্প উৎস পাবে, অন্যদিকে বিনিয়োগকারীদের জন্যও শেয়ারের বাইরে আয়ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে। তবে উদ্যোগগুলোর প্রকৃত সুফল নির্ভর করবে বন্ডের নিয়মিত লেনদেন, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ এবং বাজারে আস্থা তৈরির ওপর। ■

সাত ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি পূরণে সময় দিল বিএসইসি

অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

আর্থিক ঘাটতি নিরসন এবং সিকিউরিটিজ আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য সাতটি ক্যাপিটাল মার্কেট সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানকে ২০২৭ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। একই সঙ্গে আর্থিক সক্ষমতা ও বিভিন্ন মূল্যায়ন সূচকে সন্তোষজনক অবস্থানে থাকায় চারটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রাখার অনুমোদন দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। সম্প্রতি বিএসইসির চেয়ারম্যান মাসুদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১ হাজার ৩৫তম জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স বাতিলের প্রক্রিয়াধীন নয়টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অধীন ১২টি ক্যাপিটাল মার্কেট সাবসিডিয়ারি কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা ও আইনগত পরিপালন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কমিশন এসব সিদ্ধান্ত নেয়। বিএসইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পর্যাপ্ত নিট সম্পদ এবং বিভিন্ন মূল্যায়ন সূচকে সন্তোষজনক অবস্থানের কারণে চারটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো–স্টক ব্রোকার প্রিমিয়ার লিজিং সিকিউরিটিজ ব্রোকিং লিমিটেড ও অ্যাভিভা ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার পিএলএফএস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ও প্রাইম ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড। অন্যদিকে, নিট সম্পদের ঘাটতিসহ বিভিন্ন আর্থিক ও আইনগত শর্ত পূরণে সীমাবদ্ধতা থাকায় সাতটি প্রতিষ্ঠানকে তা সংশোধনের সুযোগ দিয়েছে কমিশন। এর মধ্যে স্টক ব্রোকার প্রতিষ্ঠান চারটি হলো–প্রিমিয়ার লিজিং সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ফারইস্ট স্টকস অ্যান্ড বন্ডস লিমিটেড এবং পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড। এ ছাড়া মার্চেন্ট ব্যাংকার প্রতিষ্ঠান আইএল ক্যাপিটাল লিমিটেড ও জিএসপি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডকে একই সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্ধারিত শর্ত পূরণ করাই হবে মূল লক্ষ্য। এদিকে, এফএএস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডকে নিট সম্পদের ঘাটতি নিরসন এবং প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য আগেই ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। বিএসইসির এ সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক ও আইনগত ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য নির্দিষ্ট সময় পেল।

তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণ করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বিষয়ে পরবর্তী সময়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও বিধিবিধান পরিপালনের অগ্রগতি এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ■



ব্যবসার ১০৭ বাধার ৩৭টিই শুল্ক-ভ্যাটে

অনুমোদন, পণ্য খালাস ও কর ফেরতে দীর্ঘসূত্রতা; সংস্কারের সুফল পেতে প্রয়োজন বাস্তবায়ন ও জবাবদিহি

হামীম হোসেন ❍

দেশে ব্যবসা পরিচালনা ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের পথে প্রশাসনিক জটিলতা, নিয়ন্ত্রক সংস্থার দীর্ঘসূত্রতা এবং কর-শুল্কসংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত ১০৭টি বাধার মধ্যে ৩৭টিই শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, চিহ্নিত সমস্যার প্রায় ৩৫ শতাংশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রাজস্ব প্রশাসন। বাকি বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্ডেড ওয়্যারহাউস পরিচালনা, আয়কর, বিভিন্ন সরকারি অনুমোদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং বিদেশি কর্মীদের ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট পেতে জটিলতা।

গত ১৭ অক্টোবর ব্যবসা সহজীকরণবিষয়ক সরকারি-বেসরকারি কমিটির প্রথম বৈঠকে এসব সমস্যা তুলে ধরেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গঠিত ২২ সদস্যের এই কমিটির লক্ষ্য, ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে সমাধান করা। বৈঠকে কিছু সমস্যা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনার কথা জানানো হয়।

ব্যবসায়ীদের এই তালিকা দেশের ব্যবসা পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা সামনে এনেছে। বিনিয়োগের জন্য শুধু অবকাঠামো, সস্তা শ্রম বা বাজারের সম্ভাবনা যথেষ্ট নয়; অনুমোদন পেতে কত সময় লাগবে, আমদানি করা কাঁচামাল কখন হাতে আসবে, কর ফেরত পেতে কত দিন অপেক্ষা করতে হবে এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কতটা পূর্বানুমানযোগ্য—এসবও বিনিয়োগের হিসাবের অংশ। এসব ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকলে উদ্যোক্তাদের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে, কার্যকরী মূলধন আটকে থাকে এবং নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে যেতে পারে।

শুল্ক-ভ্যাটসংক্রান্ত ৩৭টি বাধার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে আমদানি পণ্যের এইচএস কোড নির্ধারণ, শুল্কায়ন ও পণ্যের মূল্যায়ন নিয়ে জটিলতা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তে অসংগতি দেখা যায়। পণ্য পরীক্ষা ও ছাড়পত্র পেতেও অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব এবং হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। কোনো চালান দীর্ঘ সময় বন্দরে আটকে থাকলে আমদানিকারককে সংরক্ষণ, ডেমারেজ ও পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয়। উৎপাদনের জন্য আমদানি করা কাঁচামাল সময়মতো না পৌঁছালে কারখানার উৎপাদনসূচি ব্যাহত হয় এবং ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহের সময়সীমাও ঝুঁকির মুখে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি শুধু শুল্কের হার কত, তা নিয়ে নয়; শুল্ক নির্ধারণ ও পণ্য খালাসের প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ,

দ্রুত ও ধারাবাহিক, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাস ও মূল্যায়নে অপ্রত্যাশিত পার্থক্য দেখা দিলে ব্যবসায়ীরা আগাম ব্যয় নির্ধারণ করতে পারেন না। ফলে আমদানি ব্যয়, পণ্যের মূল্য এবং উৎপাদন পরিকল্পনা–সব ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

রফতানিমুখী শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যবস্থায় নির্ধারিত শর্তে আমদানি করা কাঁচামাল শুল্ক-কর সুবিধায় উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বন্ড লাইসেন্স, কাঁচামাল ব্যবহারের অনুমোদিত সীমা বা ইউটিলাইজেশন পারমিশন এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের অনুমোদনে জটিলতা দেখা দিলে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ঘিরেও হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ী নেতারা। তাঁদের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি বিধিবিধানের স্বচ্ছ ও অভিন্ন প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ভ্যাট ব্যবস্থাপনাতেও অটোমেশনের ধীরগতি, কর ফেরত পেতে বিলম্ব এবং নিয়মিত কর পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য ভ্যাট দীর্ঘদিন ফেরত না এলে তার কার্যকরী মূলধনের একটি অংশ আটকে থাকে। বড় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ, সীমিত মূলধনের ব্যবসায়ীদের পক্ষে দীর্ঘ সময় অর্থ আটকে রেখে উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনা করা কঠিন। নিরীক্ষা কর ফাঁকি শনাক্ত করার প্রয়োজনীয় উপায় হলেও তা যেন ঝুঁকিভিত্তিক, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

সমস্যাগুলো যে সরকারের নজরের বাইরে রয়েছে, তা-ও নয়। গত ৩০ আগস্ট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দেশের সব কাস্টমস হাউসের জন্য ১৩ দফা নির্দেশনা জারি করে। এতে বিধিবহির্ভূত অতিরিক্ত কাগজপত্র না চাওয়া, অনলাইনে জমা দেওয়া নথি আবার হাতে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা পরিহার, কম ঝুঁকির চালান অপ্রয়োজনে উচ্চপর্যায়ে পাঠানো বন্ধ এবং সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া একাধিকবার পণ্য পরীক্ষা না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাজস্ব ঝুঁকির ভিত্তিতে পণ্য পরীক্ষা ও বন্দরে জট কমানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর সাফল্য নির্ভর করছে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের ওপর। নির্দেশনা জারির পরও যদি ব্যবসায়ীকে একই নথি বারবার জমা দিতে হয়, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় কিংবা পণ্য ছাড়ের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাবে না। তাই কাস্টমস হাউসভিত্তিক পণ্য খালাসের সময়, চালান পরীক্ষার হার, অভিযোগের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা দরকার।

শুল্ক-ভ্যাটের বাইরেও রয়েছে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা। শিল্পকারখানা চালুর আগে বিভিন্ন অনুমোদন ও ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে উদ্যোক্তাদের একাধিক দপ্তরে যেতে হয়। পরিবেশগত ছাড়পত্র, অগ্নিনিরাপত্তা অনুমোদন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট পেতে দেরি হলে দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করাও কঠিন হয়।

সরকার গত ৯ আগস্ট জাতীয় ডিরেগুলেশন ও ব্যবসা সহজীকরণ টাস্কফোর্স গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর লক্ষ্য অপ্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও প্রশাসনিক ধাপ কমানো, সরকারি সেবায় সমন্বয় বাড়ানো এবং বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা দূর করা। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটেও একক সেবা বা সিঙ্গেল উইন্ডো, অনলাইনে আবেদন ও অনুমোদনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং কর-শুল্ক ব্যবস্থার অটোমেশনের মতো উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। তবে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে সংস্কারের ফল খণ্ডিত থেকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এখন প্রয়োজন চিহ্নিত ১০৭টি বাধাকে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনায় রূপ দেওয়া। প্রতিটি সমস্যার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, সমাধানের নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেসব সেবা আইন ও বিধির মধ্যে থেকে সহজ করা সম্ভব, সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। আর যেসব ক্ষেত্রে আইন, বিধি বা প্রজ্ঞাপন সংশোধন প্রয়োজন, সেগুলোর জন্য আলাদা সময়সূচি নির্ধারণ জরুরি। অনুমোদন দিতে ব্যর্থ হলে আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত বলে গণ্য করার প্রস্তাবও বিবেচনায় এসেছে; তবে জননিরাপত্তা, পরিবেশ ও অন্যান্য জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি সুরক্ষা বজায় রেখেই এমন ব্যবস্থা নিতে হবে।

একই সঙ্গে কর ও শুল্কসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছ আপিলব্যবস্থা, ঝুঁকিভিত্তিক নিরীক্ষা এবং অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি জোরদার করা প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারের অগ্রগতি যাচাই করা হলে কোন উদ্যোগ বাস্তবে কাজ করছে, আর কোথায় নতুন বাধা তৈরি হচ্ছে, তা শনাক্ত করা সহজ হবে।

ব্যবসা সহজ করার লক্ষ্য রাজস্ব আদায় কমানো নয়; বরং স্বচ্ছ ও দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ম মেনে চলার ব্যয় কমানো এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করা। শুল্ক-ভ্যাটের ৩৭টি বাধা দূর করা গেলে আমদানি, উৎপাদন ও রফতানির বিভিন্ন ধাপে সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে শুধু একটি খাতের সংস্কার দিয়ে ১০৭টি বাধার সমাধান সম্ভব নয়। কর প্রশাসন, অনুমোদনব্যবস্থা, সরকারি সেবার সমন্বয় এবং জবাবদিহি–সব ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক পরিবর্তন আনতে হবে।

ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো আবারও সরকারের সামনে তুলে ধরেছেন। এখন তাঁদের প্রত্যাশা, সমস্যার তালিকা ও বৈঠকের আলোচনার বাইরে গিয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস, দ্রুত কর ফেরত, সহজ অনুমোদন এবং হয়রানিমুক্ত প্রশাসনিক সেবা নিশ্চিত করা গেলে বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত হবে। ১০৭টি বাধা দূর করার উদ্যোগের সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হবে কাগজে-কলমে সংস্কারের ঘোষণায় নয়, বরং ব্যবসা পরিচালনায় উদ্যোক্তারা কতটা বাস্তব স্বস্তি পাচ্ছেন, তার ভিত্তিতে। ■



সস্তা শ্রম নয়, প্রযুক্তিই পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ

সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর, পরিবেশবান্ধব ও উচ্চমূল্যের পোশাক উৎপাদনে যেতে হবে বাংলাদেশকে। এ জন্য অটোমেশন, এআই, সৌরবিদ্যুৎ, দক্ষ শ্রমশক্তি এবং পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানোর বিকল্প নেই। সময়োপযোগী বিনিয়োগ ও নীতিগত সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা আরও বাড়বে।

সুমাইয়া জান্নাত ❍

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শিল্পায়নে নেতৃত্ব দেওয়া এই খাত এখন নতুন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। শ্রমের ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানি সংকট, বৈশ্বিক বাজারের অনিশ্চয়তা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের চাপে প্রচলিত উৎপাদনব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ফলে শুধু কম মজুরির শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ক্রমেই কঠিন হচ্ছে।

বিশেষ করে ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রস্তুতি পোশাকশিল্পের জন্য নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিদ্যমান কিছু বাণিজ্যসুবিধা কমে যাওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি ক্রেতাদের পরিবেশগত মান, শ্রমিকের অধিকার, পণ্যের গুণগত মান ও দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করার চাপ বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যে বৈচিত্র্য আনা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতার ওপর।

বিশ্বের বড় ব্র্যান্ডগুলো এখন শুধু কম দামে পোশাক কিনতে আগ্রহী নয়; তারা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, পানি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতাকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোর জন্য সবুজ শিল্পায়ন এখন প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার অন্যতম শর্ত। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি) সনদের মানদণ্ড অনুসরণ করে কারখানাকে পরিবেশবান্ধব করে তোলার উদ্যোগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি জ্বালানি ও পানির অপচয় কমানো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও বেশি কারখানাকে সবুজ উৎপাদনব্যবস্থার আওতায় আনা প্রয়োজন। তবে বড় কারখানার তুলনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য এ রূপান্তরে বিনিয়োগের চাপ বেশি। তাই সহজ শর্তে ঋণ, স্বল্প সুদের অর্থায়ন এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি আমদানিতে নীতিগত সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি। দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি ও পানির ব্যবহার কমাতে পারলে প্রাথমিক বিনিয়োগের একটি অংশ সাশ্রয়ের মাধ্যমে উঠে আসবে।

শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ের আরেকটি বড় উৎস জ্বালানি সংকট। গ্যাস ও বিদ্যুতের অনিয়মিত সরবরাহে কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়, বাড়ে বিকল্প জ্বালানির খরচ এবং নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহের

ঝুঁকি। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে সময়মতো পণ্য পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এ সমস্যা বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। এ পরিস্থিতিতে কারখানার ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন, জ্বালানিসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবস্থাপনা বাড়ানো প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিল্পাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগ জোরদার করতে হবে।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও পোশাকশিল্পের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবোটিক্স, অটোমেশন এবং ডেটাভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা উন্নত দেশগুলোর পোশাক উৎপাদনকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। কোনো কোনো দেশে ভোক্তাবাজারের কাছাকাছি স্বয়ংক্রিয় কারখানা স্থাপনের প্রবণতা বাড়ছে। এতে বাংলাদেশের দূরবর্তী উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান সুবিধা চাপে পড়তে পারে। বিশেষ করে ফাস্ট ফ্যাশনের বাজারে ডিজাইনের দ্রুত পরিবর্তন, ছোট চালানে পণ্য উৎপাদন এবং স্বল্প সময়ে সরবরাহের চাহিদা বাড়ায় প্রচলিত উৎপাদনপদ্ধতির ওপর নির্ভরতা কমানো জরুরি।

এ জন্য এআই-নির্ভর থ্রিডি ডিজাইন, স্বয়ংক্রিয় কাটিং মেশিন, কম্পিউটারভিত্তিক মান নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ব্যবহার বাড়াতে হবে। এসব প্রযুক্তি কাপড়ের অপচয় কমাতে, দ্রুত নমুনা তৈরি করতে এবং ত্রুটিপূর্ণ পণ্য উৎপাদনের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদন, গুদামজাতকরণ ও জাহাজীকরণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার আওতায় আনলে সরবরাহশৃঙ্খলের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়বে।

তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি পণ্যের ধরনেও পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে টি-শার্ট, ট্রাউজারসহ মৌলিক পোশাক উৎপাদনে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। কিন্তু একই ধরনের পণ্যে অতিরিক্ত নির্ভরতা থাকলে মূল্যসংযোজন ও মুনাফা বাড়ানোর সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। তাই স্পোর্টসওয়্যার, উচ্চপ্রযুক্তির সিনথেটিক কাপড়ের পোশাক, শীতকালীন জ্যাকেট, অগ্নিপ্রতিরোধক পোশাক এবং চিকিৎসাসেবায় ব্যবহৃত বিশেষ পোশাক উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। পলিয়েস্টার ও নাইলনের মতো কৃত্রিম তন্তুভিত্তিক পোশাকের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে পারলে পণ্যের বৈচিত্র্য যেমন বাড়বে, তেমনি নতুন বাজারেও প্রবেশের সুযোগ তৈরি হবে।

উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদনের জন্য শুধু আধুনিক যন্ত্রপাতি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নিজস্ব নকশা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা। বিদেশি ক্রেতাদের দেওয়া নকশা অনুযায়ী পোশাক তৈরির পাশাপাশি দেশীয় ডিজাইনারদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের ডিজাইন ইনস্টিটিউট ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন। এতে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নতুন পণ্য তৈরি, বাজারের পরিবর্তন আগেভাগে বুঝতে পারা এবং পণ্যের নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তোলা সহজ হবে।

পোশাক উৎপাদনে পরিবেশগত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। বিশেষ করে ডাইং ও ওয়াশিং কারখানায় পানির ব্যবহার কমানো এবং দূষিত পানি শোধন করে পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বর্জ্যপানি শোধনাগার (ইটিপি) কার্যকর রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পুনর্ব্যবহারের প্রযুক্তি চালু করা জরুরি। একইভাবে পোশাক তৈরির পর অবশিষ্ট কাপড় ও ঝুট থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য তন্তু, সুতা ও নতুন কাপড় উৎপাদনের উদ্যোগ বাড়ানো যেতে পারে। এতে বর্জ্য কমার পাশাপাশি নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রও তৈরি হবে।

শিল্পের এই রূপান্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন। অটোমেশন বাড়লে কিছু প্রচলিত কাজের চাহিদা কমতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে দক্ষ মেশিন অপারেটর, প্রযুক্তিবিদ, রক্ষণাবেক্ষণকর্মী এবং ডিজিটাল উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ জনবলের প্রয়োজন বাড়বে। তাই শ্রমিকদের শুধু বর্তমান কাজের উপযোগী করে প্রশিক্ষণ দিলেই চলবে না; নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতাও তৈরি করতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারত্বে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলে রোবোটিক্স, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র পরিচালনা, ডিজিটাল প্যাটার্ন তৈরি এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তা সংগঠন, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো প্রয়োজন। পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে দেশীয় প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ কারিগরি কর্মকর্তাদের গড়ে তুলতে হবে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ পদে বিদেশি বিশেষজ্ঞের ওপর নির্ভরতা কমে।

সবুজ শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনে রূপান্তরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করাও জরুরি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানার জন্য সহজ অর্থায়ন, প্রযুক্তি আমদানিতে সহায়তা, গবেষণা ও উন্নয়নে প্রণোদনা এবং দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার, কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কারণ শিল্পের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা শুধু কম খরচে উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না; দক্ষ শ্রমশক্তি, মানসম্পন্ন পণ্য এবং দায়িত্বশীল উৎপাদনব্যবস্থাও এর গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে পুরোনো সাফল্যের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা কঠিন। বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে হলে সস্তা শ্রমের পরিচয় ছাড়িয়ে প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, পণ্যের বৈচিত্র্য এবং উদ্ভাবনের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এ রূপান্তর সফল হলে বাংলাদেশ শুধু বিপুল পরিমাণ পোশাক উৎপাদনকারী দেশ হিসেবেই নয়, বরং মানসম্পন্ন ও টেকসই ফ্যাশনপণ্যের আন্তর্জাতিক উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ■

জ্বালানি সংকট কাটিয়ে অর্থনীতি স্থিতিশীল হতে ২ বছর লাগবে



অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

জ্বালানি সংকট কাটিয়ে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে অন্তত দুই বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এ সময়ে শিল্পখাতকে চাপের মধ্যে থাকতে হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তৃতীয় বছরে অর্থনীতি গতি পাবে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে পূর্ণমাত্রায় ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) আয়োজিত জ্বালানি ও বিনিয়োগবিষয়ক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী জানান, জ্বালানি ঘাটতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ইতোমধ্যে প্রায় ৭০০ কোটি ডলার অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে ৩ থেকে ৪টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, উপকূলভিত্তিক টার্মিনাল নির্মাণ এবং বাপেক্সের মাধ্যমে ১৫০টি নতুন কূপ খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ৩ থেকে ৪ বছরে ১০ গিগাওয়াট নতুন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী জুনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জ্বালানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। পরবর্তী আড়াই বছরের মধ্যে প্রধান জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য রয়েছে। তবে এসব উদ্যোগের সুফল পেতে সময় লাগবে এবং আপাতত শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসার ব্যয়ে চাপ অব্যাহত থাকতে পারে। অর্থমন্ত্রী ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, পুঁজি বাজারের অস্থিরতা ও রাজস্ব আদায়ের ঘাটতিকে অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন। এসব সমস্যা মোকাবিলায় আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, কর প্রশাসনে সংস্কার এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ চলছে বলেও জানান তিনি। ■

এলডিসি উত্তরণ পেছানোর সিদ্ধান্ত আসতে পারে অক্টোবরে – বাণিজ্যমন্ত্রী



অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সময়সীমা তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়ে চলতি অক্টোবরের মধ্যেই সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। বাড়তি সময়কে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির প্রস্তুতি জোরদার করার পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পন্ন করতে চায় সরকার। একই সঙ্গে ব্যবসা সহজ করা, জ্বালানি সরবরাহ বাড়ানো এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মিলনায়তনে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) ও ইআরএফ আয়োজিত 'বাংলাদেশ'স এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন ট্রাজেক্টরি: ক্রিটিক্যাল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং পলিসি অপশনস' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। ■

উত্তরাধিকার সূত্রে ভঙ্গুর অর্থনীতি পেয়েছে সরকার – অর্থ উপদেষ্টা



অর্থজগত প্রতিবেদন ❍
প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। উত্তরাধিকার সূত্রে সরকার একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি পেয়েছে। এর ফলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি রাজবাড়ী পৌর মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, বিশেষ করে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় কর্মসংস্থানের সংকট বেড়েছে। এর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সংকট এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিতে নতুন করে চাপ সৃষ্টি করেছে। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি নিয়ে নানা ধরনের প্রক্ষেপণ তুলে ধরেছে। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে তথ্য বিকৃত করে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) জিডিপি নিয়ে যে প্রক্ষেপণ উপস্থাপন করেছে, সেখানে একটি মৌলিক বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে। সেটি হলো, প্রয়োজনীয় সংস্কার না করা হলে প্রবৃদ্ধি আরও কম হবে। সরকারের সংস্কার উদ্যোগ তুলে ধরে উপদেষ্টা বলেন, ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং রাজস্ব আহরণ বাড়ানো জরুরি। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতির চাপে যাতে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে না যায়, সে জন্য সরকার যুগান্তকারী কয়েকটি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মতবিনিময় সভায় রাজবাড়ী জেলা পরিষদের প্রশাসক আব্দুস সালাম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা রেখা ইসলামসহ জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। ■

করের আওতা বাড়াতে হবে – জনপ্রশাসন উপদেষ্টা

অর্থজগত প্রতিবেদন ❍
প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন উপদেষ্টা ও বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ বলেছেন, অর্থনীতির গণতন্ত্রায়নে বাড়বে করদাতা সংখ্যা। এ লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান করদাতাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে কর প্রদানে সক্ষম নতুনদের করের আওতায় আনতে হবে বা করের আওতা বাড়াতে হবে অর্থনীতিতে অধিক মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে করের আওতা বাড়বে এবং দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য রাজস্ব আহরণ সহজ হবে। তিনি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে টেকসই করতে পেশাজীবীদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। সম্প্রতি ঢাকার এক হোটেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমটিএম (মাস্টার অব ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট) অ্যালামনাই



অ্যাসোসিয়েশনের '৩য় অভিষেক অনুষ্ঠান ও এমটিএম নাইট ২০২৬'-এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। জনপ্রশাসন উপদেষ্টা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকারের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক লক্ষ্য হলো ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করা। এটি শুধু অর্থনীতির আকার বাড়ানোর লক্ষ্য নয়, বরং উৎপাদনমুখী, বিনিয়োগবান্ধব, কর্মসংস্থানসমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার অঙ্গীকার। এ লক্ষ্য অর্জনে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রতিটি পেশাজীবীর নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের ছোট ছোট অবদান সম্মিলিতভাবে জাতীয় সাফল্যে রূপ নেয়। তিনি বলেন, একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুধু উৎপাদন ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে না। কার্যকর রাজস্ব আহরণ, সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিও এর গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে কর ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পেশাজীবীদের দায়িত্ব অনেক বেশি। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমটিএম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন পর্যায়ের অ্যালামনাই সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ■

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকারের কৌশলে আস্থা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের - ড. তিতুমীর

অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

বাংলাদেশ বর্তমান ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে বলে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগসহ বিভিন্ন বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অংশীদাররা উল্লেখ করেছেন। একইসাথে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকারের নিজস্ব অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সংস্কার কৌশলের প্রতি তারা আস্থা প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। সম্প্রতি ব্যাংককে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সভার ফাঁকে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

ড. তিতুমীর বলেন, আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনায় তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট ঐকমত্য পাওয়া গেছে। প্রথমত, বর্তমান সরকার একটি ভঙ্গুর



অর্থনীতি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে এবং সেই পরিস্থিতি আড়াল না করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে তা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের কারণে জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে নতুন চাপ তৈরি হলেও তা মোকাবিলায় সরকারের নেওয়া কৌশলের প্রতি অংশীদারদের আস্থা রয়েছে। তৃতীয়ত, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, ব্যাংক খাতের সংস্কার এবং দারিদ্র্য কমাতে সরকারের নির্ধারিত কর্মসূচিগুলোকে তারা বাস্তবসম্মত বলে মনে করছেন।

উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা সমস্যাগুলো কার্পেটের নিচে না রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে মোকাবিলা করছি। আমাদের নিজস্ব কৌশল রয়েছে এবং সেই কৌশলের প্রতি আন্তর্জাতিক অংশীদারদের আস্থা তৈরি হয়েছে।'

তিনি জানান, সরকারের সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, চীনের এক্সিম ব্যাংক এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা চলছে। আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে দর-কষাকষির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিষয়ে অগ্রগতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ■

ডিজিটাল প্রতারণা রোধে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন - ডিএসই চেয়ারম্যান



অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুরক্ষায় ডিজিটাল প্রতারণা, ভুয়া তথ্য ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, এ জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও বিনিয়োগকারীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এবং ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিবিএ)-এর যৌথ উদ্যোগে আজ 'ডিজিটাল ডিসেপশন অ্যান্ড স্ক্যাম অ্যালার্ট' শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর নিকুঞ্জে অবস্থিত ডিএসই মাল্টিপারপাস হলে বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির সমাপনী পর্ব হিসেবে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

ডিবিএর প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান মাসুদ খান।সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসইসির কমিশনার তানবীর হাবিব রহমান, নাহিদ মাহতাব, মো. নাফিজ আল তারিক এবং হোসেন সাদাত। ■

বাংলাদেশের পর্যটন কোথায় যাবেন, কী দেখবেন কীভাবে যাবেন

তাসনিম হোসেন ❍

বাংলাদেশের পর্যটন শুধু সমুদ্রসৈকত কিংবা পাহাড় দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ দেশে রয়েছে সবুজ চা-বাগান, স্বচ্ছ পানির নদী, হাওর, জলপ্রপাত, ম্যানগ্রোভ বন, দ্বীপ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন স্থাপত্য এবং লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভান্ডার। অল্প খরচে এক দিনের ভ্রমণ থেকে শুরু করে কয়েক দিনের পরিবারভিত্তিক ছুটি–প্রায় সব ধরনের ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে।

ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য কয়েকটি আকর্ষণীয় গন্তব্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এমন কিছু জায়গা তুলে ধরা হলো, যেখানে পর্যটকেরা নিজেদের সময়, বাজেট ও পছন্দ অনুযায়ী ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবেন।



কক্সবাজার – সমুদ্রের টানে

সময়: ২-৩ দিন । উপযুক্ত সময়: নভেম্বর - ফেব্রুয়ারি

দীর্ঘ বালুকাবেলা, সূর্যাস্ত, সামুদ্রিক খাবার ও সৈকতকেন্দ্রিক অবকাশের জন্য এটি দেশের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য। হিমছড়ি ও ইনানী ঘুরে দেখার পরিকল্পনাও করা যায়, তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রবেশ ও নিরাপত্তা নির্দেশনা যাচাই করতে হবে।

যেভাবে যাবেন: ঢাকা থেকে বাসে সরাসরি কক্সবাজার; ট্রেন বা বিমানের সুবিধাও সময়সূচি অনুযায়ী পাওয়া যেতে পারে। শহরে পৌঁছে স্থানীয় গাড়ি বা অটোরিকশায় বিভিন্ন স্থানে যাওয়া যায়।



শ্রীমঙ্গল – চা-বাগানের সবুজে

সময়: ২ দিন। উপযুক্ত সময়: প্রায় সারা বছর

চা-বাগান, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মাধবপুর লেক ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা এ অঞ্চলের আকর্ষণ। বর্ষায় প্রকৃতি সবুজ হয়, তবে বৃষ্টি ও পিচ্ছিল পথে চলাচলে সতর্কতা দরকার।

যেভাবে যাবেন: ঢাকা থেকে ট্রেন বা বাসে শ্রীমঙ্গল। সেখান থেকে রিজার্ভ সিএনজি, অটোরিকশা বা স্থানীয় পরিবহনে দর্শনীয় স্থান ঘোরা যায়।



সিলেট – নদী, পাহাড় ও জলপ্রপাত

সময়: ২-৩ দিন । উপযুক্ত সময়: শীত ও বর্ষার পর আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে

জাফলং, রাতারগুল, বিছনাকান্দি, লালাখাল ও সাদা পাথর পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। বর্ষায় নদী-ঝরনা প্রাণবন্ত হয়, কিন্তু আকস্মিক ঢল, প্রবল স্রোত ও নৌযাত্রার ঝুঁকিও বাড়ে।

যেভাবে যাবেন: ঢাকা থেকে বাস বা ট্রেনে সিলেট। সিলেট শহরকে কেন্দ্র করে গাড়ি বা মাইক্রোবাস ভাড়া করে একাধিক জায়গা ঘুরে দেখা যায়।

সুন্দরবন – বনের গভীরে জলযাত্রা



সময়: ২-৩ দিন বা বেশি । উপযুক্ত সময়: অক্টোবর- ফেব্রুয়ারি
ম্যানগ্রোভ বন, নদী-খাল, পাখি, হরিণ ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ। করমজল তুলনামূলক ছোট ভ্রমণের জন্য উপযোগী; কটকা ও কচিখালী দেখতে সাধারণত দীর্ঘ নৌভ্রমণ প্রয়োজন।
যেভাবে যাবেন: ঢাকা থেকে খুলনা বা মোংলা, এরপর অনুমোদিত নৌযান ও নিবন্ধিত ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে। বন বিভাগের অনুমতি, প্রবেশ ফি এবং গাইডের ব্যবস্থা আগে নিশ্চিত করতে হবে। সুন্দরবন ২০২৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য পুনরায় খুলেছে।

কুয়াকাটা – সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সৈকত



সময়: ২ দিন । উপযুক্ত সময়: নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি
সমুদ্রসৈকত, জেলে পল্লি, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে একই উপকূল থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়।
যেভাবে যাবেন: ঢাকা থেকে বাসে পটুয়াখালী বা কুয়াকাটা রুটে যাওয়া যায়। লঞ্চ ও সংযোগ পরিবহনের সুবিধা থাকলে বিকল্প রুটও বিবেচনা করা যায়। যাত্রার আগে সময়সূচি নিশ্চিত করুন।

রাঙামাটি – কাপ্তাই হ্রদের সৌন্দর্য



সময়: ২ দিন । উপযুক্ত সময়: শুষ্ক মৌসুম
কাপ্তাই হ্রদ, ঝুলন্ত সেতু, পাহাড়ি দৃশ্য ও নৌভ্রমণ এ অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ। নৌভ্রমণে লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি।
যেভাবে যাবেন: ঢাকা থেকে বাসে চট্টগ্রাম হয়ে বা সরাসরি রাঙামাটির বাসে। শহর থেকে স্থানীয় পরিবহন ও অনুমোদিত নৌযানে দর্শনীয় স্থানে যাওয়া যায়।

সাজেক ভ্যালি – মেঘের রাজ্যে



সময়: ২-৩ দিন । উপযুক্ত সময়: অনুমতি ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে
পাহাড়ের চূড়া, মেঘ, সূর্যোদয় এবং নিরিবিলি পরিবেশ সাজেকের মূল আকর্ষণ। তবে পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ, সড়ক চলাচল সীমিত বা নিরাপত্তা নির্দেশনা জারি থাকলে যাত্রা বাতিল করতে হতে পারে।
যেভাবে যাবেন: সাধারণত ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি, এরপর অনুমোদিত স্থানীয় পরিবহনে সাজেক। বুকিংয়ের আগে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সর্বশেষ নির্দেশনা জেনে নিন। ■

চোখ রাখুন পরবর্তী সংখ্যায়

আরো বিস্তারিতভাবে দর্শনীয় স্থানগুলোতে ভ্রমণের তথ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিশেষ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হবে।



এআইয়ের দাপটে বাড়ছে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি

অর্থজগত ডেস্ক ❍

বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ। উন্নত এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাইবার হামলা আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়তি চাপে পড়ছে। একই সঙ্গে ভুয়া ও অপ্রয়োজনীয় সতর্কবার্তার আধিক্যে প্রকৃত হুমকি শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এন-এবলের 'দ্য এআই ফগ রিপোর্ট: হোয়েন দ্য সিগন্যাল বিকামস দ্য নয়েজ' শীর্ষক গবেষণায় এ পরিস্থিতির চিত্র উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সাইবার নিরাপত্তা খাতের ৫৯৫ জন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও পেশাজীবীর ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, এআইয়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনায় নতুন ধরনের জটিলতা তৈরি হচ্ছে।

গবেষণা অনুযায়ী, জরিপে অংশ নেওয়া ৮৬ দশমিক ১ শতাংশ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, গত এক বছরে তাদের নিরাপত্তাব্যবস্থায় ভুয়া ও অপ্রয়োজনীয় সতর্কবার্তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর মধ্যে ২৪ দশমিক ২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে সতর্কবার্তার পরিমাণ বেড়েছে ৫০ শতাংশেরও বেশি। ফলে নিরাপত্তাকর্মীদের কাজের চাপ বাড়ার পাশাপাশি প্রকৃত সাইবার হুমকি শনাক্ত করতে প্রয়োজনীয় সময় ও মনোযোগ ব্যয় হচ্ছে।

সতর্কবার্তা বেড়ে যাওয়ার পেছনে একাধিক কারণ চিহ্নিত করেছেন জরিপে অংশগ্রহণকারীরা। তাদের ৪০ দশমিক ২ শতাংশ নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণে ব্যবহৃত টুলের সংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন। ২৬ দশমিক ২ শতাংশের মতে, এআইয়ের সহায়তায় সাইবার হামলার গতি বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। আর ২০ দশমিক ১ শতাংশ উত্তরদাতা একাধিক কারণের সম্মিলিত প্রভাবের কথা জানিয়েছেন।

শুধু সতর্কবার্তার আধিক্যই নয়, এআইনির্ভর হামলার বিস্তারও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৮৪ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, গত এক বছরে তারা এআই প্রযুক্তির সহায়তায় পরিচালিত একাধিক সাইবার হামলার মুখোমুখি হয়েছেন। এতে স্পষ্ট হচ্ছে, সাইবার অপরাধীরা যেমন নতুন প্রযুক্তির সুবিধা নিচ্ছে, তেমনি প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকেও আরও কার্যকর ও সময়োপযোগী করে তোলার প্রয়োজন বাড়ছে।

এন-এবলের গবেষণায় বলা হয়েছে, বিদ্যমান নিরাপত্তাব্যবস্থার ওপর একের পর এক নতুন এআই প্রযুক্তি যুক্ত করলেই কাঙ্ক্ষিত সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বরং নিরাপত্তা কার্যক্রমের অপ্রয়োজনীয় জটিলতা কমানো, বিপজ্জনক সংকেতগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তা করাই হওয়া উচিত এআইভিত্তিক সমাধানের মূল উদ্দেশ্য।

জরিপে অংশ নেওয়া ৫৬ শতাংশ মনে করেন, সাইবার হামলা শনাক্ত করা থেকে শুরু করে তা প্রতিরোধ করা পর্যন্ত সময় কমিয়ে আনাই নিরাপত্তা খাতে এআইয়ের অন্যতম বড় সাফল্য। অর্থাৎ, বিপুল পরিমাণ তথ্য তৈরি করার চেয়ে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সক্ষমতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা। এআইভিত্তিক নিরাপত্তাব্যবস্থার অগ্রাধিকার নির্ধারণেও ভিন্ন ভিন্ন মত উঠে এসেছে। জরিপে ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, সাইবার হুমকি ব্যাপকভাবে শনাক্ত করা এবং নির্ভুল তথ্য সরবরাহ–দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, ৩২ দশমিক ৬ শতাংশ হুমকির বিস্তৃত পরিসর শনাক্ত করার ওপর জোর দিয়েছেন। আর ২৯ দশমিক ৬ শতাংশের প্রধান চাওয়া, অপ্রয়োজনীয় সতর্কবার্তা কমিয়ে প্রকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ হুমকির বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সংকেত পাওয়া। গবেষণার ফলাফল বলছে, এআইয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সাইবার নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জও বদলে যাচ্ছে। এখন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শুধু বেশি হুমকি শনাক্ত করাই যথেষ্ট নয়; কোনটি প্রকৃত বিপদ, কোনটিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন এবং কীভাবে দ্রুত হামলা প্রতিরোধ করা যায়, তা নির্ধারণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে ভবিষ্যতের সাইবার প্রতিরক্ষায় তথ্যের পরিমাণের চেয়ে নির্ভুল বিশ্লেষণ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতাই বেশি গুরুত্ব পাবে। ■



আন্তর্জাতিক পুরস্কারে মাস্টার

অর্থজগত ডেস্ক

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একের পর এক সাফল্য অর্জন করছে বাংলাদেশের সিনেমা 'মাস্টার'। নেদারল্যান্ডসের রটারডাম ও ইতালির লুকা চলচ্চিত্র উৎসবের পর এবার সার্বিয়ার মর্যাদাপূর্ণ বেলগ্রেড ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (ফেস্ট) পুরস্কার জিতেছে সিনেমাটি। উৎসবের ৫৩তম আসরে ওয়ার্ল্ড কম্পিটিশন বিভাগে সেরা চিত্রনাট্যের স্বীকৃতি পেয়েছে রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত পরিচালিত সিনেমাটি। এর চিত্রনাট্য যৌথভাবে লিখেছেন পরিচালক সুমিত ও সাব্বির হোসেন শোভন। ক্ষমতা, দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও নৈতিকতার টানাপোড়েন নিয়ে নির্মিত 'মাস্টার' আন্তর্জাতিক বিচারকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সিনেমাটির চিত্রনাট্যের মূল্যায়নে জুরিরা জানিয়েছেন, এটি এমন এক রাজনৈতিক ড্রামা, যেখানে ক্ষমতার মোহে একজন মানুষের নৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন এবং চারিত্রিক রূপান্তর তুলে ধরা হয়েছে। পুরোনো দিনের রাজনৈতিক থ্রিলারের মতো সিনেমাটিতে রয়েছে টানটান উত্তেজনা। একই সঙ্গে ক্ষমতা অর্জনের পর মানুষের মানসিকতা ও মূল্যবোধ কীভাবে বদলে যেতে পারে, তা দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বেলগ্রেড উৎসবে সেরা চিত্রনাট্যের পুরস্কার পাওয়ার আগে গত সপ্তাহে ইতালির ২২তম লুকা চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা ফিচার ফিল্মের পুরস্কার জেতে 'মাস্টার'। এর আগে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম চলচ্চিত্র উৎসবেও সিনেমাটি আলোচনায় আসে। ধারাবাহিক এসব অর্জন আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উপস্থিতিকে আরও দৃশ্যমান করছে। বেলগ্রেড উৎসবের ওয়ার্ল্ড কম্পিটিশন বিভাগে এবার সেরা সিনেমার পুরস্কার পেয়েছে স্প্যানিশ পরিচালক হুয়ান পাবলো সালাতোর 'দ্য রেড হ্যাঙ্গার'। আর 'ফিলিপিনিয়ানা' সিনেমার জন্য সেরা পরিচালকের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন ফিলিপাইনের নির্মাতা রাফায়েল ম্যানুয়েল। রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত পরিচালনার পাশাপাশি 'মাস্টার' সিনেমাটি প্রযোজনাও করেছেন। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। গল্পে দেখা যায়, সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্থানীয় রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া একজন আদর্শবান শিক্ষক কীভাবে ক্ষমতার আকর্ষণ, রাজনৈতিক আপস ও বাস্তবতার চাপে ধীরে ধীরে নিজের আদর্শ থেকে সরে যেতে থাকেন। রাজনীতির ক্ষমতাকাঠামো এবং মানুষের নৈতিক পরিবর্তনের এই গল্পে আরও অভিনয় করেছেন আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, ফজলুর রহমান বাবু, শরিফ সিরাজ ও তাসনুভা তামান্না। ■



এখন জনতা ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীম

আরো সহজ শর্তে ও বেশি মুনাফায়

মাসিক কিস্তির পরিমান	মেয়াদ পূর্তিতে এককালীন প্রদেয়	
	৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী	১০ (দশ) বছর মেয়াদী
৫০০	৩৮,৬১৪	১,০০,৮০৪
১,০০০	৭৭,২২৯	২,০১,৬০৮
২,০০০	১,৫৪,৪৫৯	৪,০৩,২১৬
৫,০০০	৩,৮৬,১৪৭	১০,০৮,০৪২
১০,০০০	৭,৭২,২৯৫	২০,১৬,০৮৪
১৫,০০০	১১,৫৮,৪৪২	৩০,২৪,১২৬
২০,০০০	১৫,৪৪,৫৯০	৪০,৩২,১৬৮
২৫,০০০	১৯,৩০,৭৩৭	৫০,৪০,২১০

এই হিসাবের সুবিধাসমূহ

- মাসের যেকোনো তারিখে হিসাব খোলা এবং কিস্তি জমা দেয়া যায়।
- মুনাফার হার ১০% চক্রবৃদ্ধি হারে।
- অনলাইন এবং eJanata এ্যাপ্সের মাধ্যমে কোন চার্জ ছাড়া টাকা জমা দেয়া যায়।
- হিসাবধারী মারা গেলে নমিনী হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।
- আবগারী শুল্ক এবং আয়কর বাদে অন্য কোনো সার্ভিস চার্জ নেই।
- হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা আছে।
- পিতা/মাতার পরিচালনায় নাবালকের নামে হিসাব খোলা যায়।

এই স্কীমটি খুলতে আপনার নিকটস্থ জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় আজই যোগাযোগ করুন

জনতা ব্যাংক পিএলসি.

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

www.jb.com.bd



তিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডিদের চুক্তির মেয়াদ বাতিল

অর্থজগত প্রতিবেদন ❍

রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা ও রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের (সিইও) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২০২৪ সালের শেষ দিকে তিন বছরের চুক্তিতে নিয়োগ পাওয়া এসব কর্মকর্তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের নিয়োগ বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদকে পৃথক চিঠি পাঠানো হয়েছে। গত সোমবার (১৯ অক্টোবর) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব আফরোজা আক্তার রিবার সই করা চিঠিতে সরকারের সুপারিশ ও সম্মতির বিষয়টি জানানো হয়। চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিলের বিষয়ে ব্যাংক কোম্পানি আইন এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় বিধিগত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। ফলে সরকারের সিদ্ধান্তের পর এখন ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদকে নিয়োগ বাতিলের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিলের সিদ্ধান্তের আওতায় রয়েছেন সোনালী ব্যাংকের এমডি ও সিইও মো. শওকত আলী খান, জনতা ব্যাংকের মো. মজিবর রহমান এবং রূপালী ব্যাংকের কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম। তিন কর্মকর্তাকেই ২০২৪ সালে তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সে হিসাবে তাঁদের চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের আগেই তাঁদের নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিলের সিদ্ধান্ত এসেছে।

শওকত আলী খান ২০২৪ সালের ৩০ অক্টোবর সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের এমডির দায়িত্ব পালন করেন। মো. মজিবর রহমান ২০২৪ সালের নভেম্বরে জনতা ব্যাংকের শীর্ষ পদে নিয়োগ পান। এর আগে তিনি ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে, কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে রূপালী ব্যাংকের এমডি হিসেবে দায়িত্ব নেন। এর আগে তিনি সোনালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন।

ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নিয়োগ বাতিলের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর চেয়ারম্যানদের কাছে পাঠানো চিঠিতে এ বিষয়ে সরকারের সুপারিশ ও সম্মতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিন কর্মকর্তার নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিলের নির্দিষ্ট কারণ চিঠিতে ব্যাখ্যা করা হয়নি বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিক পরিবর্তনের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। এর আগে বেসিক ও অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হয়েছিল। নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সোনালী, জনতা, রূপালী, বেসিক ও অগ্রণী–এই পাঁচ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডি পদে পরিবর্তন আসবে। এসব ব্যাংকে নতুন নেতৃত্ব নিয়োগ এবং অন্তর্বর্তী সময়ে দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সামনে বর্তমানে খেলাপি ঋণ আদায়, ঋণের গুণগত মান উন্নয়ন, মূলধন ও তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন জোরদারের মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তনের পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর পরিচালন দক্ষতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াও জরুরি। নতুন ব্যবস্থাপনা নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, ঋণ আদায়ে সক্ষমতা এবং অনিয়ম প্রতিরোধের মতো বিষয় গুরুত্ব পেতে পারে। তবে নেতৃত্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাংকগুলোর বিদ্যমান সমস্যার সমাধান কতটা সম্ভব হবে, তা নির্ভর করবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের ওপর। নতুন এমডি নিয়োগ, ঋণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা পর্ষদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

জনতা ব্যাংকের ডিএমডি হলেন ইকবাল হোসেন খাঁ



রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে যোগ দিয়েছেন ব্যাংকিং খাতের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন খাঁ। এর আগে তিনি রূপালী ব্যাংক পিএলসির ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনতা ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দীর্ঘ ২৮ বছরের ব্যাংকিং কর্মজীবনে ইকবাল হোসেন খাঁর পুরো সময় কেটেছে রূপালী ব্যাংকে। ১৯৯৮ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে ব্যাংকটিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর পেশাগত জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখায় ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল ও খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

রূপালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে তিনি ঋণ, জনসংযোগ, ভিজিল্যান্স, এস্টাবলিশমেন্ট, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, অ্যান্টি মানি লন্ডারিং এবং মনিটরিং অ্যান্ড কমপ্লায়েন্সসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কাজ করেছেন। ফলে শাখা ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বিভাগীয় কার্যালয় পরিচালনা এবং ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

শিক্ষাজীবনে ইকবাল হোসেন খাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি ব্যাংকিং ডিপ্লোমা (ডিএআইবিবি) সম্পন্ন করেছেন। পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে দেশ-বিদেশে ব্যাংকিংবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায়ও অংশ নিয়েছেন তিনি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি হলেন রওশানুল হক



অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের গত ৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পদোন্নতি পেয়ে দেশের সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন আবু সাঈদ মো. রওশানুল হক।

২৮ বছরেরও বেশি সময়ের ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে তিনি বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত দায়িত্ব পালন করেছেন। পদোন্নতির আগে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি প্রশাসন, পরিকল্পনা ও পরিচালন, আন্তর্জাতিক ও হিসাব-সংক্রান্ত বিভিন্ন মহাবিভাগে কাজ করার পাশাপাশি ব্যাংকটির প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

রওশানুল হক ১৯৯৮ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক এবং প্রাইম ব্যাংক পিএলসি ও বেসিক ব্যাংক পিএলসিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বেসিক ব্যাংকে দীর্ঘ ২১ বছরের কর্মজীবনে তিনি শাখা ব্যবস্থাপক, ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও), প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা (সিআরও) এবং ইনোভেশন অফিসার হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষাজীবনেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন রওশানুল হক। তিনি বরিশাল ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে বিএসসি (সম্মান) ও এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে (আইবিএ) ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিং বিষয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি





অগ্রণী ব্যাংকের ডিএমডি হলেন ফজলুল করিম ও শাহীন সুলতানা

রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির দুই মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও শাহীন সুলতানা উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। দীর্ঘদিনের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা, পেশাগত দক্ষতা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা এ পদোন্নতি পেয়েছেন। পদোন্নতির পর শাহীন সুলতানাকে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসিতে পদায়ন করা হয়েছে।

গত ৮ অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফজলুল করিম ও শাহীন সুলতানাসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ১১ জন মহাব্যবস্থাপককে ডিএমডি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

মোহাম্মদ ফজলুল করিম ১৯৯৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার (ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট) হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ব্যাংকটির বিভিন্ন করপোরেট শাখা, অঞ্চল, সার্কেল ও বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাংকের কার্যক্রম, ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ফজলুল করিম অগ্রণী ব্যাংকের চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (সিএএমএলসিও) এবং হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (আইসিসি) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যাংকিং খাতে অর্থ পাচার প্রতিরোধ, বিধিবিধান পরিপালন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা জোরদারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব দায়িত্ব তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন তিনি। তাঁর জন্ম কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায়।

অন্যদিকে, শাহীন সুলতানাও ১৯৯৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার (ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট) হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ তিন দশকের কর্মজীবনে তিনি ব্যাংকটির বিভিন্ন করপোরেট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের একাধিক বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যাংকের শাখা পর্যায়ের কার্যক্রম ও প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর পেশাগত জীবনের অন্যতম দিক। শাহীন সুলতানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর জন্ম নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায়। পদোন্নতির পর তাঁকে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসিতে পদায়ন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা কাঠামোয় ডিএমডি পদটি গুরুত্বপূর্ণ। এ পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিচালন কার্যক্রম, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক শৃঙ্খলা ও নীতিমালা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকিং খাতে কাজ করা অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের এ পদে পদোন্নতি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করে। অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির পক্ষ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত দুই কর্মকর্তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের পেশাগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য ব্লুচিজে বিশেষ ছাড়

প্রাইম ব্যাংক পিএলসির প্রায়োরিটি ব্যাংকিং গ্রাহকরা এখন থেকে প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল ও ফ্যাশন ব্র্যান্ড ব্লুচিজের পণ্য ও সেবা গ্রহণে বিশেষ ছাড় পাবেন। গ্রাহকদের বাড়তি সুবিধা প্রদান এবং তাদের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সম্প্রতি এ বিষয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজধানীর গুলশান এভিনিউয়ে প্রাইম ব্যাংকের করপোরেট কার্যালয় 'প্রাইম ভিউ'-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রাইম ব্যাংকের প্রায়োরিটি ব্যাংকিং বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসভিপি) ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান নাহরীন কাইয়ুম এবং ব্লুচিজের প্রতিষ্ঠাতা ড. মো. কামরুজ্জামান। ব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে প্রায়োরিটি ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হবে। পাশাপাশি প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল ও ফ্যাশনসংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবায় বাড়তি সুবিধা পাওয়ার মাধ্যমে গ্রাহকদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ব্যাংকের কাস্টমার প্রপোজিশনস বিভাগের প্রধান হোসাইন মোহাম্মদ জাকারিয়া, ব্লুচিজের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ফজলে রাব্বিসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ কমিটির ১৫১তম সভা অনুষ্ঠিত

স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক পিএলসির এক্সিকিউটিভ কমিটির ১৫১তম সভা গত বৃহস্পতিবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং এ-সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দেওয়ার লক্ষ্যে সভাটির আয়োজন করা হয়। এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ফেরদৌস আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, ফিরোজুর রহমান ও আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুল আলম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (পিএসডি) মো. শরাফাত উল্লাহ খান। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সভায় অংশ নেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াদ মাহমুদ চৌধুরী, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সিদ্দিকুর রহমান এবং কোম্পানি সচিব মো. মিজানুর রহমান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



হালাল এক্সপোতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক

দেশের হালাল অর্থনীতির বিকাশ এবং শরিয়াহসম্মত ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবার প্রসারে ব্যবসায়িক সম্ভাবনা তুলে ধরতে 'হালাল এক্সপো ঢাকা ২০২৬'-এ অংশ নিয়েছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। এ উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে একটি স্টল স্থাপন করেছে ব্যাংকটি। শনিবার শুরু হওয়া এ প্রদর্শনীতে ব্যাংকের স্টল উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. রাফাত উল্লা খান। ব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের এসইভিপি প্রকৌশলী মো. হাবীব উল্লাহ; ইভিপি জালাল আহমেদ ও মো. মজিবর রহমান; এসভিপি মো. মনসুর আহমেদ; ভিপি মো. কামরুল ইসলাম ও এসআইএম শাহরিয়ার; এসএভিপি মো. মিজানুর রহমান এবং এভিপি মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



নতুন ঠিকানায় ঢাকা ব্যাংকের কলাতিয়া শাখা

গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন ও আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা আরও সহজলভ্য করতে ঢাকার কেরানীগঞ্জে কলাতিয়া শাখার ঠিকানা পরিবর্তন করেছে ঢাকা ব্যাংক পিএলসি। গতকাল নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত শাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও চিফ ইমার্জিং মার্কেট অফিসার (সিইএমও) মো. মোস্তাক আহমেদ। কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া বাজারে জেকে টাওয়ারের দ্বিতীয় তলায় নতুন শাখাটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্যাংকটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মো. মোস্তাক আহমেদ বলেন, 'ট্রান্সফর্মিং টুগেদার' ভিশনকে সামনে রেখে ঢাকা ব্যাংক উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণ, গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বাড়তি মূল্য সৃষ্টিতে কাজ করছে। কলাতিয়া শাখার নতুন ঠিকানায় স্থানান্তর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যাংকের অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইভিপি) ও ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের প্রধান মোসলেহ সাদ মাহমুদ, ইভিপি ও জেনারেল সার্ভিসেস ডিভিশনের প্রধান মো. আলতামাস নির্ঝর, বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার ব্যবস্থাপক এবং প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ ছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আইএফআইসি ব্যাংকের এএমডি হলেন ইমরান আহমেদ



আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) হিসেবে যোগ দিয়েছেন ইমরান আহমেদ। ব্যাংকিং, অর্থায়ন, পরিচালন কার্যক্রম, তথ্যপ্রযুক্তি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ২৮ বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইমরান আহমেদ একজন ফেলো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (এফসিএ)। পাশাপাশি তিনি সার্টিফায়েড ইনফরমেশন সিস্টেমস অডিটর, সার্টিফায়েড শরিয়াহ অ্যাডভাইজার অ্যান্ড অডিটর এবং সার্টিফায়েড সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং স্পেশালিস্ট হিসেবে পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পিডব্লিউসির তৎকালীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাসেম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসের পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইএফআইসি ব্যাংকে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



আন্তর্জাতিক চিকিৎসাসেবায় গ্রাহকদের বিশেষ সুবিধা দেবে মিডল্যান্ড ব্যাংক

বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করতে মেডিকেল ট্যুরিজম সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্ল্যান মেডি ট্রিপ লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি। এ চুক্তির ফলে ব্যাংকটির প্রায়োরিটি ব্যাংকিং গ্রাহক, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডধারী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভারত, থাইল্যান্ড ও চীনে চিকিৎসা নিতে বিশেষ মূল্যছাড়সহ বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।

সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মিডল্যান্ড ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা (সিআরও) মো. জাহিদ হোসেন এবং প্ল্যান মেডি ট্রিপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফ্লোরা নাজনীন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ব্যাংকটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, সুবিধাভোগীরা বিদেশে চিকিৎসা নিতে গিয়ে বিমানবন্দর থেকে যাতায়াত, মেডিকেল ভিসা প্রাপ্তিতে সহায়তা, হাসপাতালে চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ এবং চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাবেন। এ ছাড়া চুক্তির আওতাভুক্ত নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের সুযোগ থাকবে। তবে এসব সুবিধা প্রযোজ্য শর্তাবলি অনুসারে দেওয়া হবে। মিডল্যান্ড ব্যাংকের মতে, এ উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণ আরও সহজ, সুশৃঙ্খল ও সুবিধাজনক হবে। একই সঙ্গে গ্রাহকদের অতিরিক্ত সেবা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকের মূল্য সংযোজিত সেবার পরিধিও বাড়বে। অনুষ্ঠানে মিডল্যান্ড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) ও হেড অব কার্ডস মো. আবেদ-উর-রহমান, ভিপি ও হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট মো. জুবায়েদ উর রহমান এবং ভিপি ও রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন ডিভিশনের কো-অর্ডিনেটর ও পাবলিক রিলেশনস ডিভিশনের প্রধান মো. রাশাদুল আনোয়ার উপস্থিত ছিলেন। প্ল্যান মেডি ট্রিপের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সৈকত ভদ্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফাতিমা তুজ জোহরা এবং এক্সিকিউটিভ মোছা. সাদিয়া খাতুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ও বিওয়াইডির মধ্যে চুক্তি

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ও বিওয়াইডির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. জাফর ছাদেক এবং সিজি রানার বিডির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিদ সাকিফ খান। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সিজি রানার বিডির চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান এবং শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের হেড অব রিটেইল বিজনেস মো. খিরকিল নওয়াজসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



ট্রাস্ট ব্যাংকের উদ্যোগে সিলেটে উদ্যোক্তা উৎসব

ট্রাস্ট ব্যাংকের উদ্যোগে সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'উদ্যোক্তা উৎসব সিলেট ২০২৬'। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এসএমই ডিভিশনের প্রধান সাদাত আহমেদ খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (এমডি ও সিইও) আহসান জামান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সিলেট কার্যালয়ের পরিচালক (সুপারভিশন) নওশাদ মোস্তফা এবং এসএমইএসপিডি বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক সুধাংশু রঞ্জন দেব। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সভা সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া। সভায় কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, প্রফেসর ড. মো. শামছুল আলম, প্রফেসর ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক ও ড. মো. নূরুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. আলতাফ হুসাইন সভায় অংশ নেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



মার্কেন্টাইল ব্যাংকের গ্রাহক ও কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ ছাড়

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি ও এপিক হেলথ কেয়ার লিমিটেডের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডধারী গ্রাহক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ ছাড় পাবেন। চুক্তিতে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধান মো. সাইফুল আলম চৌধুরী এবং এপিক হেলথ কেয়ারের নির্বাহী পরিচালক টি এম হান্নান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সব শাখার ব্যবস্থাপক এবং এপিক হেলথ কেয়ারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন ব্যাংকের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক রিকভারি ডিভিশনের কর্মকর্তা অনুপম কুমার পাল। চুক্তি অনুযায়ী, সুবিধাভোগীরা এপিক হেলথ কেয়ারে সব ধরনের প্যাথলজি পরীক্ষায় ৩০ শতাংশ এবং রেডিওলজি, আলট্রাসাউন্ড, কার্ডিয়াক ও নিউরোলজি পরীক্ষায় ২৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। এর পাশাপাশি চুক্তির আওতায় অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাতেও বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ব্যাংকের গ্রাহক ও কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্স লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্স লিমিটেডের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সের কর্মকর্তা-কর্মচারী, তাঁদের পরিবার ও গ্রাহকেরা হাসপাতালটির বিভিন্ন সেবায় বিশেষ ছাড় পাবেন। কনসালটেশনে ১৫ শতাংশ, আউটডোর ও ইনডোর সেবায় ২০ শতাংশ এবং প্যাথলজি পরীক্ষায় ৩০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডা. এম. ইয়াছিন আলী এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. কাইছার হামিদসহ দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ উদ্যোগের ফলে সুবিধাভোগীরা সাশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেঘনা সিমেন্ট ও বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের সমঝোতা

মেঘনা সিমেন্ট মিলস পিএলসি ও বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড চীনের প্রতিষ্ঠান গুয়াংসি ইউফেং কোং লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় প্রতিষ্ঠান দুটিকে আর্থিক বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে ইউফেং। সম্প্রতি ঢাকার বসুন্ধরা সুপারগলফে 'বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না: বিল্ডিং দ্য ফিউচার টুগেদার' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। বসুন্ধরা গ্লোবালের চেয়ারম্যান সাফওয়ান সোবহান এবং ইউফেং সিমেন্টের চেয়ারম্যান লেই ঝেনবিন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই অংশীদারত্বের মূল লক্ষ্য সিমেন্ট শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় এবং কৌশলগত বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আশা করছে, এ উদ্যোগ বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের আধুনিকায়ন ও টেকসই উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



শ্রীমঙ্গলে সন্ধানী লাইফের সিলেট জোনের সম্মেলন

২০২৬ সালের বর্ষ সমাপনী কার্যক্রমকে সামনে রেখে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে সিলেট জোনের সম্মেলন আয়োজন করেছে সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। সম্প্রতি শ্রীমঙ্গলের ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির চেয়ারম্যান মজিবুল ইসলাম। এতে সভাপতিত্ব করেন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিমাই কুমার সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইদ্রিস মিয়া তালুকদার। সম্মেলনে সিলেট জোনের জেনারেল ম্যানেজার কামরুজ্জামান মহসিন ও অশোক কুমার দেবসহ বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কর্মীরা অংশ নেন। এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্ষ সমাপনী কার্যক্রম সামনে রেখে জোনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মীরা একত্রিত হন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



কনকর্ডের কর্মী ও পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা দেবে গার্ডিয়ান লাইফ

কনকর্ড গ্রুপ অব কোম্পানিজের কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা দিতে চুক্তি করেছে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড। সম্প্রতি ঢাকায় কনকর্ডের প্রধান কার্যালয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিতে গার্ডিয়ান লাইফের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রকিবুল করিম, এফসিএ এবং কনকর্ড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার কামাল নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার সুযোগ তৈরি হবে। গার্ডিয়ান লাইফের কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দেশের ৫০০টির বেশি করপোরেট প্রতিষ্ঠানকে বীমা সুরক্ষা দিচ্ছে। এর আওতায় রয়েছেন ১ কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ। এ ছাড়া ৫০০টির বেশি অংশীদার হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা এবং গার্ডিয়ান অ্যাপ ও ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন ১৬৬২২-এর সাহায্যে নগদ অর্থ ছাড়াই চিকিৎসা নেওয়ার সুবিধা রয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



বেঙ্গল ইসলামি লাইফের ৫ লাখ ৭৮ হাজার টাকার মৃত্যুদাবি পরিশোধ

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের উদ্যোগে মৃত্যুদাবির চেক হস্তান্তর ও চতুর্থ প্রান্তিকের ব্যবসা পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯ অক্টোবর (সোমবার) কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তাকাফুল গ্রাহক মরহুম মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিলের মৃত্যুদাবি বাবদ ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৭৭৫ টাকার চেক তাঁর মনোনীত ব্যক্তি ও স্ত্রী মোসাম্মৎ আফরোজা আক্তার রত্নার হাতে তুলে দেন কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান মো. আমিন হেলালী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নবায়ন প্রিমিয়াম সংগ্রহে মেঘনা লাইফের বিশেষ ক্যাম্পেইন



নবায়ন প্রিমিয়াম সংগ্রহ ও তামাদি পলিসি পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সভা করেছে মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভায় সারাদেশের উন্নয়নকর্মীরা অংশ নেন। কোম্পানির ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চার মাসব্যাপী 'নবায়ন প্রিমিয়াম সংগ্রহ উৎসব' চালু করা হয়েছে। এর আওতায় সেপ্টেম্বর মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী মাঠকর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। সভায় কোম্পানির চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন আহমদ বলেন, নবায়ন প্রিমিয়াম জীবন বীমা ব্যবসার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব কম থাকায় অনেক পলিসি তামাদি বা পেইড-আপ হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবিলায় প্রযুক্তি ও বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে নবায়ন প্রিমিয়াম সংগ্রহে গুরুত্ব দিচ্ছে মেঘনা লাইফ। সভায় কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন আহমেদ (পাভেল), পরিচালক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ তারেক এফসিএ, কনসালটেন্ট ও হেড অব মার্কেটিং জয়নাল আবেদীন ভূঁঞা এফএলএমআইসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৪২৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার বীমা দাবি পরিশোধ করেছে মেঘনা লাইফ। ২০২৫ সালে ২৮৬ কোটি ৭৮ লাখ টাকা দাবি পরিশোধের বিপরীতে নিষ্পত্তির হার ছিল ৯৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দাবি পরিশোধ করা হয়েছে ১৯৪ কোটি ১৮ লাখ টাকা। বিইএফটিএন ও আরটিজিএসের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংক হিসাবে এসব দাবির অর্থ পাঠানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



মেরিন ইন্স্যুরেন্স দাবি বাবদ ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা দিল প্রগতি ইন্স্যুরেন্স

মেরিন ইন্স্যুরেন্স দাবির অর্থ হিসেবে দ্য গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিমিটেডকে ১ কোটি ৫০ লাখ ২০ হাজার টাকার চেক দিয়েছে প্রগতি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি। গত ১৮ অক্টোবর প্রগতি ইন্স্যুরেন্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশতাক হোসেনের হাতে চেকটি তুলে দেওয়া হয়। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রগতি ইন্স্যুরেন্সের উপদেষ্টা মো. রেজাউল করিম, ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফ মুস্তবা, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) সাদাত মো. মুসা, পিএসসি এবং দাবি বিভাগের প্রধান ও সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশতাক আহমেদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



নগদের প্ল্যাটফর্মে মিলবে সোনালী লাইফের দুই বীমা পণ্য

মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসির দুটি জীবন বীমা পণ্য যুক্ত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে নগদের গ্রাহকেরা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সহজেই সোনালী লাইফের এসব বীমা পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন। চুক্তির আওতায় সোনালী লাইফের 'কুইক সেভিংস ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান' ও 'মাস্থলি সেভিংস প্ল্যান' নগদের প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হবে। গত বুধবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকায় সোনালী লাইফের প্রধান কার্যালয়ে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোনালী লাইফের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম। নগদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির চিফ কমার্শিয়াল অফিসার মোহাম্মদ শাহীন সারওয়ার ভূঁইয়া। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সোনালী লাইফের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ড্যানিয়েল ও ফৌজিয়া কামরুন তানিয়া, চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান এবং কোম্পানি সেক্রেটারি মো. আব্দুর রব উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া নগদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মো. সাইদুর রহমান দীপু, ইসতিয়াক আহমেদ শাওনসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



উল্কাসেমির কর্মী ও পরিবারের বীমা সুরক্ষায় মেটলাইফের সঙ্গে চুক্তি

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মী ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের বীমা সুরক্ষা দিতে মেটলাইফ বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। চুক্তির আওতায় কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা দুর্ঘটনা, অক্ষমতা ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা পাবেন। পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেওয়া কিংবা বহির্বিভাগে চিকিৎসার খরচ এবং মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা ব্যয়ও বীমা সুবিধার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্কাসেমি জানিয়েছে, বীমা দাবি নিষ্পত্তির অভিজ্ঞতা, ডিজিটাল সেবার মান ও আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে মেটলাইফকে বেছে নেওয়া হয়েছে। চুক্তির আওতায় মেটলাইফের বিভিন্ন সেবার মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত হাসপাতালে সরাসরি চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধ এবং অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উল্কাসেমির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ এনায়েতুর রহমান এবং মেটলাইফ বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ করপোরেট বিজনেস অফিসার মোহাম্মদ কামরুজ্জামানসহ দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



ময়মনসিংহে পপুলার লাইফের ৬ কোটি ৪৩ লাখ টাকার বীমা দাবি পরিশোধ

ময়মনসিংহে গ্রাহকদের মধ্যে ৬ কোটি ৪৩ লাখ টাকার বীমা দাবির চেক বিতরণ করেছে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি। বীমা দাবি নিষ্পত্তির চলমান বিশেষ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ অর্থ পরিশোধ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। গত বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) কোম্পানির ময়মনসিংহ কার্যালয়ে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পপুলার লাইফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বি এম ইউসুফ আলী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শওকত আলী, সিনিয়র উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোতাহার হোসেন এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. কামাল হোসেন মহসিন ও মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সিকদার। এ ছাড়া কোম্পানির এসইডি মোহাম্মদ সেলিম মিয়া, নির্বাহী পরিচালক মো. মোকলেছুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মো. শাকিল মাহমুদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



ট্রাস্ট ইসলামী লাইফের কুয়াকাটা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'কুয়াকাটা কনফারেন্স-২০২৬'। গত ৫ অক্টোবর সোমবার কুয়াকাটার হোটেল গ্রেভার ইন-এ দিনব্যাপী এ সম্মেলনে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। 'আওয়ার ড্রিম ইজ বিগার দ্যান দ্য ওশান' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত সম্মেলনে কোম্পানির ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ, কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির এসডিএমডি মো. মিজানুর রহমান মিজান, মো. জাকির হোসেন, নুর-ই-আলম, মো. শামসুদ্দিন ও আলেয়া আক্তার রুমা। সম্মেলনে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এসডিএমডি কামরুল হাসান খন্দকার। এতে সভাপতিত্ব করেন এসডিএমডি এ. কে. এম. পারভেজ সাজ্জাদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



এনআরবি ইসলামিক লাইফের মৃত্যুদাবির চেক হস্তান্তর

এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসির বীমাগ্রাহক নেকবর আলীর মৃত্যুদাবি বাবদ ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও মনোনীত নমিনি পলি আক্তার। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পলি আক্তারের হাতে চেকটি তুলে দেন এনআরবি ইসলামিক লাইফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহ জামাল হাওলাদার। কোম্পানির তথ্যমতে, বীমাগ্রাহক নেকবর আলী পলিসির বিপরীতে ৬০ হাজার টাকা প্রিমিয়াম জমা দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) এইচ এম মিলন রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের এসইভিপি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির এএমডি ও হেড অব আইটি কেএসএম হানিফ, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) মো. আবু হাসান, কোম্পানি সেক্রেটারি ও হেড অব এইচআর মো. সালাহউদ্দীন এবং সিনিয়র ম্যানেজার (এইচআর) ও উন্নয়ন প্রশাসনের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ আনোয়ার পারভেজ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ৪৪ লাখ টাকার মৃত্যুদাবি পরিশোধ

আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড গ্রাহকদের ৪৪ লাখ টাকার মৃত্যুদাবির অর্থ পরিশোধ করেছে। গত রোববার (১১ অক্টোবর) কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দাবিদারদের হাতে পরিশোধিত অর্থের চেক তুলে দেওয়া হয়। এ সময় কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মৃত্যুদাবির অর্থ দ্রুত পরিশোধ করায় চেক গ্রহণকারীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



গ্রাহকসেবা সহজ করতে প্রগ্রেসিভ লাইফের নতুন ইউনিট চালু

গ্রাহকদের একই স্থান থেকে বিভিন্ন সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে 'ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস অ্যান্ড রিকভারি ইউনিট' চালু করেছে প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স। নতুন এ উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুত হবে বলে আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী, নতুন ইউনিট থেকে গ্রাহকেরা প্রিমিয়াম জমা দেওয়াসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা নিতে পারবেন। গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করাই এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ইউনিটটি চালু উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যান বজলুর রশীদ এমবিই, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইদুল আমিন, হেড অব কল সেন্টার ও ডিএমডি আজহারুল ইসলাম মন্ডল এবং হেড অব আইটি মো. জহির উদ্দিনসহ কোম্পানির অন্যান্য কর্মকর্তা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি